



# এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

- জীবনানন্দ দাশ



## ➡ কবিতা বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✱ শিখন ফল.....	৪
✱ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✱ লেখক পরিচিতি.....	৪
✱ উৎস পরিচিতি.....	৫
✱ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✱ নামকরণ.....	৫
✱ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✱ বানান সতর্কতা.....	৬

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✱ অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর.....	৭
✱ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✱ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✱ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✱ বাড়ির কাজ.....	৩২
✱ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

## ➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

✱ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক-৩৩

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

#### ✱ শিখন ফল

- বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা।
- বাংলার সবুজ প্রকৃতি, ঘাস ও বিভিন্ন গাছপালা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- কবির প্রিয় স্বদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নদী ও সেগুলোর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা।
- বাংলার প্রকৃত সৌন্দর্য ও রূপবৈচিত্র্য প্রকাশক নানা উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- বাংলার পাখি, শঙ্খচিল, লক্ষ্মীপেঁচা প্রভৃতির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- বাংলার সবুজ প্রকৃতিতে সন্ধ্যার আয়োজন ও তার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- জন্মভূমি স্বদেশের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা এবং অকৃত্রিম অনুরাগ সম্পর্কে ধারণা।
- কবির প্রিয় স্বদেশের অসাধারণ রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা।
- কবিতায় রূপক ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কবি জীবনানন্দ দাশের কৃতিত্ব।
- কবিতায় প্রতিফলিত কবির স্বদেশানুরাগ ও দেশপ্রেম থেকে প্রেরণা লাভ।

#### ✱ পাঠ-পরিচিতি

অনুপম সুন্দর এই দেশ। সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে-অরণ্যে। মধুকুপী, কাঁঠাল, অশ্বথ, বাট, জারুল, হিজল তাদেরই কোনো-কোনোটর নাম। এদেশের পূর্বাকাশে যখন সূর্য ওঠে মেঘের আড়াল থেকে তার রং হয় করঞ্জা রঙিন। আর এদেশের প্রতিটি নদ-নদী ভরে থাকে স্বচ্ছতোয়া জলে। সেই জল ফুরায় না কখনই। জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখে এদেশের অসংখ্য নদীকে। প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। তাই হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন দূর আকাশের শঙ্খচিল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মীপেঁচাও মিশে থাকে প্রকৃতির গভীরে, অন্ধকারের বিচিত্ররূপ এই দেশে। অন্ধকার ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা কিংবা অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। জন্ম দেয় শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা। কবির বিশ্বাস, পৃথিবীর অন্য কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না। কেননা, বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল বলেই নীল-সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

#### ✱ কবি পরিচিতি

নাম	জীবনানন্দ দাশ
জন্ম ও পরিচয়	জন্ম : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : বরিশাল।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : সত্যানন্দ দাশ মাতার নাম : কুসুমকুমারী দাশ
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯১৫), ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল। উচ্চ মাধ্যমিক : আই এ (১৯১৭), ব্রজমোহন কলেজ। উচ্চতর ডিগ্রি : বিএ অনার্স (১৯১৯), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ; এমএ ইংরেজি (১৯২১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
পেশা ও কর্মজীবন	অধ্যাপনা : কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-১৯২৮); বাগেরহাট কলেজ (১৯২৯); দিল্লির রামবশ কলেজ (১৯২৯-১৯৩০); ব্রজমোহন কলেজ (১৯৩৫-১৯৪৬); খড়্গপুর কলেজ (১৯৫১-১৯৫২); বড়িশা কলেজ (১৯৫২); হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-১৯৫৪)। সম্পাদনা : দৈনিক স্বরাজ।
সাহিত্য কর্ম	কাব্যগ্রন্থ : ঝরা পালক, ধূসর পাখুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, ‘বেলা অবেলা, কালবেলা’ ইত্যাদি। উপন্যাস : মাল্যবান, সতীর্থ। প্রবন্ধগ্রন্থ : ‘কবিতার কথা’।
মৃত্যু	মৃত্যু তারিখ : ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে।

#### ✱ বস্তুসংক্ষেপ

বাংলা ভাষার শুদ্ধতম কবি, তথা বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎদের অন্যতম কবি জীবনানন্দ দাশ। ‘রূপসী বাংলা’ কবির অন্যতম জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের অন্তর্গত, ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটিকে কবি বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য ও নিসর্গের সাবলীল ছন্দকে অনন্যসাধারণ ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন। এ কবিতায় বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যকে কবি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ বলে অভিহিত করেছেন। এখানের কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল গাছের স্নিগ্ধ ছায়া তৈরি করেছে মায়াময় পরিবেশ। সাগরের অব্যবহৃত জলরাশি, কর্ণফুলী-ধলেশ্বরী-পদ্মার স্রোতধারা বাংলার ঐশ্বর্যকে বাড়িয়েছে বহুগুণে। যেখানে গাঙচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় ডানা মেলে। ধানের স্বপ্ন জাগানিয়া গন্ধে লক্ষ্মীপৈঁচা নতুনত্বের স্বপ্ন বোনে। কবি সারা পৃথিবীতে বাংলা প্রকৃতির এই নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের তুলনা খুঁজে পান না। বাংলার সবুজ-শ্যামল বন-বনান্তরের বিচিত্রতায় কবি অনুপম আনন্দ উপলব্ধি করেন। কবি দেখেছেন পল্লিবাংলার ঘাসের বুকে নুয়ে থাকে লেবুর শাখা, সুদর্শন ওড়ে সন্ধ্যার বাতাসে, শঙ্খমালা নাম্নী তাঁর কাল্পনিক রূপসী প্রিয়ার শরীরে যেন লেগে থাকে হলুদ শাড়ি, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই পৃথিবীতে— যাকে বিশালাক্ষী দেবী বর দিয়েছিলেন। কবির অনুভবে তাঁর প্রিয়া তাই জন্ম নেয় এই নীল বাংলার ঘাসে আর ধানের ভিতর। ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় বাংলা প্রকৃতির অপরূপ রূপময়তা এবং কবির গভীর মমতামাখা আবেগ প্রকাশিত হয়েছে শৈল্পিক মহিমায়।

#### ★ নামকরণের সার্থকতা যাচাই

**নামকরণ :** বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে কবিতার নামকরণ করা হয়েছে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’। কবির দৃষ্টিতে তার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশই ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ এবং অনন্য। বাংলার অপরূপ প্রকৃতি তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের আবহে কবিকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। কবি চোখ ফেরাতে পারেন না, স্বদেশের ক্ষুদ্র ও অবহেলিত জীব ও তাঁর চোখে পরম সুন্দর, স্নিগ্ধ ও মনোরম। কবিকে প্রতি মুহূর্তে আকর্ষণ করে, আনন্দে উদ্বেল করে তোলে বাংলার প্রকৃতির মোহময় রূপ ও সৌন্দর্য। কবির কাছে তার প্রিয় বাংলাদেশ বার্ষিকতার কাল্পনিক মতো সবচেয়ে করুণ, করুণের মতো সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর স্বদেশের স্থলভাগ সবুজ মধুকপি ঘাসে ঢেকে আছে নরোম স্নিগ্ধতায়, সেখানে আছে কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজলের শ্যামল ছায়া, সেখানে ছড়িয়ে আছে ভোরের মেঘে ঢাকা সূর্যের নাটা রঙ অপার মুগ্ধতায়। পৃথিবীর এই এক স্থান বাংলার গঙ্গাসাগরে জমে জলের দেবী বারুণীর মেলা আর জলের দেবতা বরুণ অবিরত জলের প্রবাহ হানে কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলাজ্ঞীতে। সেখানে পানের বনে চঞ্চল হাওয়ায় ওড়ে শঙ্খচিল, ধানের সোঁদা গন্ধের মতো মাতাল করে দেয় লক্ষ্মীপৈঁচার অস্ফুট সুর। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা, সন্ধ্যার বাতাসে ঘরের দিকে উড়ে যাওয়া সুদর্শনও যেন বাংলার অপরূপ রূপের নিদর্শন। কবির স্বপ্নের প্রেমিকা, প্রেমিকা রূপসী শঙ্খমালার শরীরের ওপর সন্ধ্যার অস্তায়মান সূর্যের শেষ হলদে রঙ খেলা করে। কিন্তু এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে তার উপস্থিতি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা, পরমা সুন্দরী বনদেবী বিশালাক্ষীর বরে সে জন্ম নিয়েছে ‘নীল বাংলার ঘাসে আর ধানের ভিতর।’ কবিতার শরীর জুড়ে চরণে চরণে রূপসী বাংলার অপরূপ রূপ চিত্রায়িত, যা কেবল এই পৃথিবীতে এক ও একক এবং অনন্য। তাই কবিতার নামকরণ ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ যথার্থ ও সুন্দর হয়েছে।

**সার্থকতা :** ‘আমি বাংলার রূপ দেখিয়াছি। তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর’— এই রূপমুগ্ধ প্রত্যয়ের মধ্যে লীন হয়ে আছে ‘এই পৃথিবী এক’ রূপসী বাংলা। তাই এর প্রতিটি জীবন ও বস্তুর সাথে কবির নিবিড় সখ্যতা, এ সবার রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে তার অন্তর্লীন মুগ্ধতা। তাই মধুকপী ঘাস, কাঁঠাল-অশ্বথ বট, শঙ্খচিল, লক্ষ্মীপৈঁচা, সুদর্শন, কর্ণফুলী-ধলেশ্বরী-জলাজ্ঞী, ধানের গন্ধ ঘুরে ঘুরে আসে তার মনের পর্দায়। যা কিছু চোখে পড়ে তা—ই তাকে আকর্ষণ করে। বাংলার বুকে অনন্যরূপে ঝলকিত প্রতিটি উপাদান কবির কাছে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে;— বাংলায়।

#### ★ শব্দার্থ ও টীকা

এই পৃথিবীতে...সুন্দর করুণ	— কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ণ দেশ বাংলাদেশ।
নাটা	— লতাকরধ্বংস; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ।
সেখানে ভোরের...জাগিছে অরুণ	— বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা আঁকতে গিয়ে ভোরে মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো বিচ্ছুরণ যেন ধারণ করেছে কলমচা বা কলমচা ফুলের রং।
বারুণী	— বরুণানী, বরুণের স্ত্রী, জলের দেবী।
সেখানে বারুণী থাকে...অবিরল জল	— জলে পরিপূর্ণ এদেশের অসংখ্য নদী-নালায় স্রোতধারার প্রাণেশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে এই পঙ্ক্তি দুটির মধ্যে।
সেইখানে শঙ্খচিল ... অস্ফুট, তরুণ	— জীবন আর প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতিতে বাংলাদেশ একাকার। পানের বনে হাওয়ায় যে চঞ্চলতা জেগে ওঠে সেই চঞ্চলতা সম্প্রসারিত হয় দূর আকাশের

শঙ্খচিলে। আর মিষ্টি ও ম্রিয়মাণ তরুণ ধানের গন্ধের মতো লক্ষ্মীপৈঁচাও মিলেমিশে থাকে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে।

- বিশালাক্ষী — যে রমণীর চোখ আয়ত বা টানাটানা। আয়তলোচনা সুন্দরী নারী।  
সুদর্শন — এক ধরনের পোকা।  
বর — এখানে আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত।

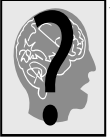
#### ✱ বানান সতর্কতা

মধুকূপী, অশ্বখ, লক্ষ্মীপৈঁচা, জলাঙ্গী, বারুণী, শঙ্খচিল, কর্ণফুলী, অরুণ, বিশালাক্ষী, রূপসী, সন্ধ্যা, ধলেশ্বরী, গঙ্গাসাগর।

### ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

#### উদ্দীপক ১ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়  
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে  
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
- আঁখি মেলে তোমার আলো  
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো  
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।



- ক. জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলে আখ্যায়িত করেছেন? ১
- খ. “জলাঙ্গীকে দেয় অবিরল জল”—কথাটির দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের উভয় অংশে কোন বিশেষ দিকটি “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় অনুপস্থিত তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের কারণে এখানকার প্রতিটি জিনিস কবির চোখে অপূর্ণ সৌন্দর্য জাগানিয়া।”—উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

#### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চিত্ররূপময়’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

#### খ অনুধাবন

- প্রশ্লোক্ত কথাটি দ্বারা কবি নদীমাতৃক বাংলার নদী-নালায় স্রোতধারার প্রাণৈশ্বর্যকে বোঝাতে চেয়েছেন।
- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট-বড় ১৩০টি নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী প্রভৃতি। এসব নদী ছাড়াও জলে পরিপূর্ণ হয় এদেশের অসংখ্য খাল-বিল, ডোবা নালা। তারা ফিরে পায় তাদের স্রোতধারার প্রাণৈশ্বর্য ও রূপ-সৌন্দর্য। প্রশ্লোক্ত কথাটি দ্বারা কবি মূলত এদেশের নদ-নদীর স্রোতধারার ঐশ্বর্যকে বোঝাতে চেয়েছেন।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের উভয় অংশে স্বদেশের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার বিশেষ দিকটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় অনুপস্থিত।
- দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের আত্মার সম্পর্ক। তাই মানুষ তার স্বদেশকে ভালোবাসে অন্তরের অন্ততল থেকে। স্বদেশের প্রতিটি জিনিসই তার কাছে পায় অসীম মর্যাদা।
- উদ্দীপকের উভয় অংশে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, এখানে স্বদেশের প্রতিটি জিনিসই পেয়েছে অনন্য মর্যাদা। স্বদেশের পাহাড়-প্রকৃতি, নদ-নদী সবকিছুই কবির কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। স্বদেশের প্রতি এমন মমত্ববোধের কারণে কবি তাঁর জন্মভূমির বুকেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবি গভীরভাবে তাঁর মাতৃভূমিকে ভালোবেসেছেন। তাইতো স্বদেশের সবকিছুই তাঁর কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। স্বদেশের রূপ-সৌন্দর্যের মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছেন প্রাণৈশ্বর্য। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের উভয় অংশে স্বদেশের বুকে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাওয়ার বিশেষ দিকটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় অনুপস্থিত।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

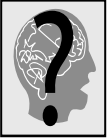
- “স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের কারণে এখানকার প্রতিটি জিনিস কবির চোখে অপূর্ণ সৌন্দর্য জাগানিয়া।”—উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যৌক্তিক।

- প্রতিটি মানুষের মধ্যে তাঁর স্বদেশের প্রতি রয়েছে গভীর ভালোবাসা, যা মানুষের মনে আনে প্রশান্তির জোয়ার। স্বদেশের প্রতি এমন গভীর মমত্ববোধের কারণে স্বদেশের প্রতিটি বস্তু মানুষের কাছে পায় বিশেষ মর্যাদা।
- উদ্দীপকে জন্মভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কবির চোখে তাঁর দেশের নদী, পাহাড়, প্রকৃতি, আকাশ সবকিছুই যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। ধান খেতে বাতাসের এমন খেলা পৃথিবীর আর কোথাও যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কবি এমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেশে জন্মে গর্বিত। তাঁর চোখে অসাধারণ সুন্দর এই দেশ যা সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদেশের চিরসবুজ প্রকৃতি, নদ-নদী পাহাড় যেন সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রকৃতি ও প্রাণির মধ্যে রয়েছে অসীম সংহতি।
- স্বদেশের প্রতি প্রতিটি মানুষের থাকে গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। এ ভালোবাসা ও মমত্ববোধের কারণেই স্বদেশের সবকিছু মানুষের চোখে হয়ে ওঠে পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ- যা উদ্দীপক ও কবিতায় ফুটে উঠেছে। এজন্যই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

## ➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

**উদ্দীপক ২ ➡** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;  
তাহার মাঝে আছে দেশ এক— সকল দেশের সেরা;  
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;  
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম পাহাড়;  
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।  
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।  
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,  
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—  
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।  
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি  
সকল দেশের রাণী সে যে— আমার জন্মভূমি।



- ক. পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল কী? ১
- খ. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ”—এখানে কোন স্থানের কথা বলা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের কবির জন্মভূমি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কিসের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “প্রকৃতিপ্রেম থেকে উৎসারিত স্বদেশপ্রেমই উদ্দীপকের কবিতাংশ ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ ৪  
কবিতার মূল ভাবনা।”— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।

#### খ অনুধাবন

- “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ”— এখানে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে।
- আমাদের এই বাংলার মানুষ অভাবগ্রস্ত হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ আর প্রকৃতির রূপে বাংলা ঐশ্বর্যশালী। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতোটাই মনোরম যে, পৃথিবীর কোথাও এমন স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলার প্রতিটি তুচ্ছ উপাদানে কবি অপূর্ণ সৌন্দর্যের আভা দেখতে পান। তাই বলা যায়, এই পৃথিবীতে “এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ”— তাহলো আমাদের রূপসী বাংলা।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের কবির জন্মভূমি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।
- আমাদের এই বাংলাদেশ প্রকৃতির এক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। সাগর, নদী, পাহাড়, পশু-পাখি, ফুলে-ফসলে ঘেরা আমাদের এই বাংলাদেশ। প্রকৃতির ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য আমাদের বিমোহিত ও মুগ্ধ করে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটি পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে সেরা: এমন স্নিগ্ধ নদী আর ধূম পাহাড় আর কোথাও নেই। এখানকার বাতাস ধানের খেতের ওপর যেভাবে ঢেউয়ের খেলার সৃষ্টি করে তা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পাখির কলরবে এখানকার প্রকৃতি সদা কল্লোলিত; ফুলের ওপর ভ্রমর আর মৌমাছির গুঞ্জন আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে। ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় যে স্থানের কথা বলা হয়েছে তার সবুজ ডাঙা মধুকুপী ঘাসে অবিরল। কর্ণফুলী, পদ্মার অবিরল জলের ধারা

আর শঙ্খচিল, লক্ষ্মীপৈঁচার অস্ফুট তরুণ চঞ্চলতা প্রকৃতিতে এক মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি করে। এখানে সন্ধ্যার অন্ধকার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায় আর বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে ধানের খেত যেন হলুদ শাড়ির মতো রূপসীর গায়ে লেগে থাকে। নীল বাংলার ঘাসে আর ধানের ভেতরে যে অপার সৌন্দর্য তা সত্যিই অপরূপ রূপের প্রতীক। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, সকল দেশের রানি হলো আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। তাই বলা যায়, এই ভাবটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবির প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- প্রশ্লোল্লিখিত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।
- জন্মভূমির অব্যাহত সৌন্দর্যই একজন মানুষের মনের গহিনে স্বদেশের প্রতিমূর্তি গড়ে দেয়। প্রকৃতির অপার রূপমুগ্ধতাই দেশবাসীর মনের ভেতরে সৃষ্টি করে দেশপ্রেম।
- উদ্দীপকের কবি তাঁর প্রিয় জন্মভূমির রূপবৈচিত্র্যে পুরোপুরি মুগ্ধ। কবি এই বসুন্ধরাকে ধনধান্য পুষ্পভরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই বসুন্ধার মাঝে একটি দেশ আছে যেটি অন্যান্য দেশের তুলনায় সেরা। কেননা, সেই দেশটি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি হয়েছে এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা রয়েছে। দেশটি কবির মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বাংলার স্নিগ্ধ নদী, ধূম্র পাহাড়, ধানের খেত, পাখির কলকাকলি কবির মনে দোলা দিয়ে যায়।
- ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাতেও কবি তাঁর জন্মভূমির অপার সৌন্দর্যের নিটোল বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। কবি ‘জীবনানন্দ দাশ’ নীল বাংলার ঘাসে আর ধানের ভেতরে যে সৌন্দর্য দেখেছেন তা এককথায় অপূর্ব। তিনি পাকা ধানের খেতকে দেখেছেন রূপসীর শরীরের উপরে থাকা হলুদ শাড়ির মতো। কবি তাঁর বাংলা মায়ের প্রতিটি তুচ্ছ উপাদানকেও ভালোবাসেন বলে কবিতায় তাদের স্থান দিয়েছেন। স্বদেশের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা আছে বলেই তিনি তাঁর দেশের প্রকৃতি বন্দনা করেছেন। উদ্দীপকের কবিতার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে উঠে এসেছে। পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃতিপ্রেম থেকে উৎসারিত স্বদেশপ্রেমই উদ্দীপকের কবিতাংশ ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মূল ভাবনা— মন্তব্যটি যথার্থ।

### উদ্দীপক ৩ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্বাভাবিক ব্যসততাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চার দিনের জন্য আমরা চলে গেলাম ভ্রমণে। সঙ্গে ছিল বন্ধু রাফি ও শাফি। এই সময় কক্সবাজারে পর্যটকের আনাগোনা খুব কম। তাই সমুদ্র আর পাহাড়কে যেন আমরা নিজের মতো করেই পেলাম। নিত্যদিনের রুটিন ভেঙে সকালে ঘুম থেকে উঠে সারাদিন শুধু ঘোরা আর দেখা। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ভেসে বেড়ানো, ঝিরঝিরি বৃষ্টিতে ভেজা— সবই ছিল তুলনাহীন আনন্দের উচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যায় ঝাঁঝি পোকাকার সঙ্গে পালা-দিয়ে তিন বন্ধুর গান ধরা। সবই ছিল ‘ইচ্ছে পূরণ’ গল্পের মতোই। ওহ! সবুজ পাতার ফাঁকে ভোরের দোয়েল কীভাবে শিস দেয় সেটাও আমরা দেখেছি আর শুনেছি।

বন্ধু রাফি সবকিছুতেই যেন খুঁজে পেল নতুন এক বাংলাদেশ। ওর মতে, ‘এই বাংলাদেশ তো আমার সেই বাংলা। যেখানে সাম্পান ভাসে সাগরে। মাঝি গান গাইতে গাইতে ছুটে যায় মাঝ-দরিয়ায়। নানা পাখি আর ফুলের সমারোহে এই তো সোনার বাংলা, যাকে দেখে শুধু মুগ্ধতাই বাড়ে।’



- |  |   |
|--|---|
| ক. কবির চোখে পৃথিবীর সুন্দরতম স্থান কোনটি?   | ১ |
| খ. “সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল;”—চরণটি বুঝিয়ে লেখ।  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’—কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।                             | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপকের শেষ চরণে রাফির অনভূতিতে যেন কবি জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে।”—মূল্যায়ন কর। | ৪ |

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- কবির চোখে পৃথিবীর সুন্দরতম স্থান হলো তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশ।

#### খ অনুধাবন

- প্রশ্লোল্লিখিত চরণটি দিয়ে চিরসবুজ বাংলার প্রকৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত চিরসবুজ এক দেশ। এদেশের যেখানে তাকাই সেখানেই যেন সবুজ প্রকৃতি দ্বারা বেষ্টিত। যার সৌন্দর্য মানুষের সৌন্দর্যপিপাসু মনের তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই চিরসবুজ বাংলা গাছপালা, বন-জঙ্গল, ফুলে ফুলে, ঘাস-পাতায় ভরপুর—প্রশ্লোক চরণটি দ্বারা এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- “উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি হলো, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ।

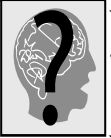
- প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে সর্বদা সৌন্দর্য ছড়ায়।
- মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে যেতে চায় নিসর্গ প্রকৃতির মাঝে শুধু একটু আত্মতৃপ্তির আশায়। আর সেই প্রকৃতি যদি হয় মাতৃভূমির তবে সেই সৌন্দর্য তার কাছে হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ।
- উদ্দীপকের তিন বন্ধু শহরের ব্যস্ততাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছুটে গেছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে। সেখানে তারা উপভোগ করেছে সমুদ্রের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, ঝিঝি পোকের ডাক আর বৃষ্টির পরশ। এছাড়া সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েলের শিস দেয়া দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছে। বাংলা-প্রকৃতির এই অপূর্ণ সৌন্দর্য তাদের মনকে প্রসন্ন করে তুলেছে। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাতেও কবি বাংলাকে পৃথিবীর সুন্দরতম স্থান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেখানে সবুজ ডাঙা ভরে থাকে মধুকুপী ঘাসে, যেখানে রয়েছে হাজারো নদীর মিলনমেলা, সবুজের সমারোহ। এই বাংলার এমন অপূর্ণ সৌন্দর্য কবি-হৃদয়ে এনে দিয়েছে প্রশান্তি, তাই তো কবি বাংলা প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় বাংলার প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের শেষ চরণে রাফির অনুভূতিতে যেন কবি জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে।” –মন্তব্যটি যথার্থ।
- পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় মানুষের কাছে মাতৃভূমির সৌন্দর্য সবসময়ই অনন্য মর্যাদা পায়। তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বদেশের প্রকৃতি চেতনার মাধ্যমেই দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে।
- উদ্দীপকের শেষ চরণে রাফির বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধতার প্রগাঢ় প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে ঘুরতে গিয়ে এর প্রকৃতি দেখে সে বলেছে, এই বাংলাদেশ আমার সেই বাংলা। যেখানে সাম্পান ভাসে সাগরে। মাঝি গান গাইতে গাইতে নৌকা বেয়ে চলে যায় মাঝ-দরিয়ায়। নানা পাখি আর ফুলের সমারোহে এই সোনার বাংলাকে দেখে শুধু মুগ্ধতাই বাড়ে। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবির বাংলা-প্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্যমুগ্ধতার তীব্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি এই বাংলার সুবর্ণ প্রকৃতি, বনায়ন, নদী, পাখি, ঘাস সবকিছুতেই মুগ্ধ। তাইতো কবি রূপসী বাংলার পাকা ধানকে প্রকৃতির হলুদ শাড়ি পরার সাথে তুলনা করেছেন। কবির মতে বিশালাক্ষী দেবী এই বাংলাকে যে সৌন্দর্য বর দিয়েছেন তা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।
- ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতিপ্রেমে মুগ্ধ। তাই তিনি নানা উপমা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে এদেশের সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। যার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের রাফির মধ্যে। তাই সংগত কারণেই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

### উদ্দীপক ৪ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য। বাংলার জল নিত্য-প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য-উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নাই।



- ক. লক্ষ্মীপেঁচা কীসের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ? ১
- খ. “হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের ‘পর-’চরণটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকের বাংলার প্রকৃতিতে দৃশ্যমান?” – বিচার কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মূল সুর যেন একই ব্রহ্মের দু’টি ফুল।” –মন্তব্যটি ৪  
বিশ্লেষণ কর।

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ।

#### খ অনুধাবন

- প্রশ্নোক্ত চরণটি দিয়ে কবি কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের ধান পাকার মৌসুমে মাঠের সৌন্দর্যকে বুঝিয়েছেন।
- বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের মাঠ-ঘাট, প্রান্তর ধানসহ নানা ধরনের ফসলে ভরপুর। মাঠে মাঠে যখন ধান পাকে তখন যেন মাঠের প্রকৃতি হলুদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। এই হলুদ প্রকৃতিকে কবি তাঁর কবিতার রূপসীর শাড়িরূপে কল্পনা করেছেন, যা জড়িয়ে থাকে বাংলাদেশ নাম্নী রূপসীর শরীরে। মূলত কবি ধান পাকার মৌসুমে প্রকৃতির নবরূপে সজ্জিত হওয়াকেই বুঝিয়েছেন প্রশ্নোক্ত চরণে।

#### গ প্রয়োগ

- ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যের দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত বাংলার প্রকৃতিতে দৃশ্যমান।

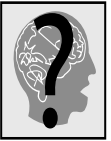
- প্রকৃতির এক অপরূপ লীলানিকেতন আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে প্রকৃতি অকুপণভাবে দাঁড়িয়ে আছে সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে। এখানে রয়েছে মাঠ ভরা ফুল-ফল, ফসলের সমারোহ। বাংলা প্রকৃতিতে ঋতু বিশেষে রয়েছে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য।
- উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা ও বাংলার ঐশ্বর্যের বন্দনা করা হয়েছে। এই বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ, আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী বিদ্যমান। এছাড়া বাংলার মাটি নিত্য উর্বর, যেখানে সবকিছুর চাষ করা সম্ভব। বাংলার মতো এমন প্রকৃতি ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেশ আর নেই। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবি বাংলা-প্রকৃতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রয়েছে চিরসবুজ প্রকৃতি, আর ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জেগে থাকা অরুণ। আমাদের স্বপ্নে সোনার বাংলায় রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী ও প্রকৃতির চিরতরঙ্গিত খেলা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যদৃশ্যমান হয়ে আছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মূল সুর যেন একই ধারায় প্রবাহিত”— মন্তব্যটি আমি সমর্থন করি। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই মাতৃভূমির বন্দনা ও স্বদেশপ্রেম উচ্চারিত হয়েছে।
- পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে তার মাতৃভূমি অন্যান্য দেশের তুলনায় উত্তম। তাই মাতৃভূমির সবকিছুই তাকে মুগ্ধ করে। কেননা, স্বদেশের সৌন্দর্য মানব-হৃদয়কে যে তৃপ্তি দেয় তা আর অন্য কোনো দেশের পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানুষ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমির বন্দনা করে।
- উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে, যা মূলত স্বদেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই উদ্দীপকের লেখক বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ, আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রীর কথা বলেছেন। কৃষিপ্রধান এই বাংলার প্রকৃতি সৌন্দর্য দিয়ে মোড়ানো, যা এক স্বর্গীয় লীলাভূমির সঙ্গে তুলনীয়। এমন স্নিগ্ধ রূপ যেন শুধু বাংলার একারই। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাতেও কবি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। কবির চোখে নদীবিধৌত এই দেশ যেন এক ভূস্বর্গ। এই রূপসী বাংলার সর্বত্র যে অপার সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে তা বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। কবিতায় কবি এমনই মত পোষণ করেছেন।
- ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবির মধ্যে দেশপ্রেম বিদ্যমান রয়েছে। তাই তিনি এই দেশকে পৃথিবীর সুন্দরতম স্থান বলেছেন, যার প্রতিফলন ঘটেছে প্রদত্ত উদ্দীপকে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সমর্থনযোগ্য।

### উদ্দীপক ৫ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রূপসী বাংলাদেশ। এখানে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক বিন্যাস ও বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যের এক অপরূপ ছবি এঁকেছে। এমন রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বল দিন আর জ্যোৎস্নালোকিত স্নিগ্ধ রাত্রি আর কোথায় পাব? এমন দিগন্তজোড়া শ্যামল শোভা আর ছায়াঘন বনরাজির তুলনা কোথায়? কোথায় মেলে এমন তরঙ্গভাঙা উদেল পদ্মা-মেঘন-যমুনা, কপোতাক্ষ-কর্ণফুলী, সুরমা-গোমতী অথবা হাকালুকি হাওর, চলন বিল? কোথায় দৃষ্টি কাড়ে কাজলকালো বিল আর দিঘির জলে ফুটে থাকা অযুত শাপলার সৌন্দর্য, বাতাসে দোল খাওয়া সরষে ফুলের ফুলকিমালা?



- ক. সবুজ ডাঙা কীসে ভরে আছে? ১
- খ. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবি নদীর নাম উল্লেখ করেছেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ‘রূপসী বাংলাদেশ’ উক্তিটিতে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার আভাসিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকে নদীমাতৃক বাংলার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার একটি বিশেষ ভাবার্থের দর্পণ।”— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- সবুজ ডাঙা মধুকুপী ঘাসে ভরে আছে।

#### খ অনুধাবন

- ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় নদীমাতৃক বাংলার চিত্র বোঝাতে কবি নদীর নাম উল্লেখ করেছেন।
- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী, যা এ দেশের প্রকৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ আর অর্থনীতিকে রেখেছে চাঞ্চা। এদেশের প্রধান প্রধান নদীর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী প্রভৃতি। মূলত কবি নদীপ্রধান বাংলার চিত্র বোঝাতেই কবিতায় নদীর নাম উল্লেখ করেছেন।

#### গ প্রয়োগ



- উদ্দীপকের ‘রূপসী বাংলাদেশ’ উক্তিটিতে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের দিকটি আভাসিত।
- বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক স্বর্গীয় লীলাভূমি। প্রত্যেক ঋতুতে এদেশের প্রকৃতি সজ্জিত হয় নানা রূপে। এই বাংলার রৌদ্রদীপ্ত দিন আর জ্যোৎস্নাশোভিত স্নিগ্ধ রাত্রির যে সৌন্দর্য তা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।
- উদ্দীপকের ‘রূপসী বাংলাদেশ’ উক্তিটি দ্বারা বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই বাংলার প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে ভাস্বর। এখানে রয়েছে দিগন্তজোড়া শ্যামল-শোভা আর ছায়াঘন বনরাজি, রয়েছে নদীমাতৃক বাংলার চিত্র। এছাড়া খাল-বিলে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ফুটে থাকা শাপলা, বাতাসে দোল খাওয়া সর্ষে ফুল-সবকিছুই মানুষকে মুগ্ধ করে। অপরদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবি তাঁর জন্মভূমি বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম স্থান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেখানে রয়েছে চিরসবুজ প্রকৃতি, পাকা ফসলের রং রূপসী বাংলার শরীরে হলুদ শাড়ির মতো লেগে থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ‘রূপসী বাংলাদেশ’ উক্তিটিতে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার অপরূপ বাংলার প্রকৃতি বন্দনার দিকটি আভাসিত।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকে নদীমাতৃক বাংলার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার একটি বিশেষ ভাবার্থের দর্পণ।” – এই মন্তব্যটি যথার্থ।
- বাংলাদেশের প্রকৃতি তার সৌন্দর্য প্রকাশে অকুপণ আর এই সৌন্দর্যকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করেছে এদেশে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদী, যার সুশোভিত ঢেউ আর নির্মল পানি দেশের মানুষের মনকে করেছে আন্দোলিত।
- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী। যার সুশোভিত ঢেউ মানব-হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। এদেশের প্রধান প্রধান নদীর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী— যা উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় নদীমাতৃক বাংলার বর্ণনার পাশাপাশি এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। নদীবিধৌত এদেশের জল অবিরল, পাকা ধানের খেতে রূপসী বাংলার মাঠ যেন হলুদ শাড়ি পরে থাকে। এই বিশাল পৃথিবীর বুকে কবির চোখে সবচেয়ে সুন্দর দেশ এই বাংলাদেশ।
- কবিতায় কবি বাংলার প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। কবির কাছে এ দেশ চিরসবুজ ও নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ, যার সৌন্দর্য যেন দেবী নিজ হাতে বর দিয়েছেন। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু নদীমাতৃক বাংলার কথা বলা হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### উদ্দীপক ৬ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে॥

জানিনে তোর ধন-রতন

আছে কিনা রানির মতন

শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।



- ক. শঙ্খমালাকে বর দিয়েছেন কে? ১
- খ. কবির চোখে এদেশ সবচেয়ে সুন্দর কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মধ্যে আর্থিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূল সুর এক ও অভিন্ন।” – মূল্যায়ন কর। ৪

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- শঙ্খমালাকে বর দিয়েছেন বিশালাক্ষী দেবী।

#### খ অনুধাবন

- কবি এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন তাই এদেশ তাঁর চোখে সবচেয়ে সুন্দর।
- এদেশ কবির মাতৃভূমি তাই এদেশের সবকিছু কবি-হৃদয়কে মুগ্ধ করে। তাঁর মতে, বাংলাদেশ প্রকৃতিদেবীর বরদানের জন্য এতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এছাড়া কবির মধ্যে রয়েছে অপরিমেয় দেশপ্রেম, তাই তাঁর কাছে এদেশ সবচেয়ে সুন্দর।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

- প্রতিটি মানুষ স্বদেশকে ভালোবাসে। স্বদেশের বৃক্ষরাজির ছায়ায় তারা প্রসন্নবোধ করে। মাতৃভূমির রূপ-সৌন্দর্যই হয়ে ওঠে সর্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে তারা মাতৃভূমির ধন-রত্নের আকর কিনা তা বিবেচনা করে না।
- উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তাঁর জন্মভূমির ঐশ্বর্য আছে কি-না জানতে চান না। তিনি দেখতে চান না এদেশ ধন-রত্নের আকর কি-না। কবি শুধু জানেন এদেশের ছায়ায় এসে তাঁর হৃদয় তৃপ্ত হয়। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবি তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশের সৌন্দর্যের পাশাপাশি ঐশ্বর্যের বন্দনা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম স্থান। যেখানে রয়েছে চিরসবুজ প্রকৃতি, নদীবিধৌত জনপদ, সোনালি ফসলের খেত, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশে জন্মভূমির ঐশ্বর্যের খোঁজ না করা হলেও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় স্বদেশের সেই ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রকৃতির বন্দনা করা হয়েছে— এ বিষয়টিতেই উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মধ্যে আংশিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূল সুর এক ও অভিন্ন।” —মন্তব্যটি যথার্থ।
- স্বজাতির প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম মমত্ববোধই হলো স্বদেশপ্রেম। প্রতিটি মানুষের রয়েছে স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সীমাহীন আনুগত্য।
- উদ্দীপকে কবি এদেশে জন্মগ্রহণ করে, এদেশকে ভালোবেসে সার্থকতা অনুভব করেন। তিনি জন্মভূমি ধন-সম্পদের আকর কি-না তা জানতে চান না। শুধু জানেন এদেশের ছায়ায় তাঁর আত্মা তৃপ্তি পায়, যা কবির স্বদেশপ্রেমেরই প্রগাঢ় প্রকাশ। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাতেও কবি স্বদেশের প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। জন্মভূমি তাঁর কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান, যেখানে রয়েছে চিরসবুজ প্রকৃতি, নদীবিধৌত অঞ্চল। যার রূপসী প্রকৃতি পাকা ধানের মৌসুমে হলুদ শাড়িতে সজ্জিত হয়। কবির মতে, এই বাংলার মতো অপরূপ সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।
- উদ্দীপকে স্বদেশের ধন-রত্নের খোঁজ না করেই স্বদেশপ্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর কবিতায় কবি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনা করেছেন। তাই নিরঙ্কুশভাবে বলা যায়, প্রশ্নোল্লিখিত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

### উদ্দীপক ৭ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জাফলং পাহাড় বাংলাদেশের প্রাকৃতির সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। সেখানে ক’দিন আগে রাকিব ও রাসেল বেড়াতে গিয়ে বড় বেশি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ দেখতে পায়। সেখানকার পাহাড়, ঝরনা, চায়ের বাগান, নানা প্রজাতির গাছ ও সবুজ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাদের অভিনবত্বরূপে প্রাণের সঞ্চারণ করে। তারা সবচেয়ে বেশি বিম্মিত হয় তখন, যখন সূর্যের স্নিগ্ধ আলো পাহাড় থেকে অনাবিল সুখে গড়িয়ে পড়া ঝরনাকে মুক্তোর রূপ দেয়।



- ক. ‘অস্ফুট’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. “সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ”—পঙ্ক্তিটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির কোন দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে? ৩
- ব্যাখ্যা কর। ৪
- ঘ. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির এক-তৃতীয়াংশ ভাব উদ্দীপকে স্থান পেয়েছে।”—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘অস্ফুট’ শব্দের অর্থ যা ফোটেনি, অর্থাৎ অবিকশিত।

#### খ অনুধাবন

- প্রশ্নে উল্লিখিত চরণটি দ্বারা কবি ভোরবেলায় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যের অস্ফুট প্রভাকে বুঝিয়েছেন।
- বর্ষাকাল প্রকৃতির সৌন্দর্য হৃদয়ে লালন করে বাংলায় আসে। তখন সমস্ত আকাশ মেঘের পোশাক পরে। সেই মেঘের আড়ালে প্রাণোদ্দীপ্ত সূর্যের আলো আচ্ছন্ন হয়। মেঘের কঠিন পর্দা ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে অরুণ রাঙা করে তোলে আকাশকে— প্রশ্নোক্ত চরণ দ্বারা কবি এই দৃশ্যই ঐকেছেন।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি প্রতিনিধিত্ব করে।
- প্রকৃতির সেবাতেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশালত্ব সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক অনিন্দ্য সৌন্দর্যের সাথে সুন্দর হতে থাকে মানবের চপল মন। ফলে প্রকৃতির রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনের মণিকোঠায়।
- উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে রাকিব ও রাসেলের জাফলং ভ্রমণের দৃশ্য। সেখানে গিয়ে তারা প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ

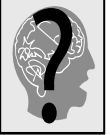
যেমন— পাহাড়, বরনা, বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ইত্যাদি দেখেছে। আকর্ষণীয় বিষয় হলো দেখে তাদের চপল মনে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেছে। অনুরূপভাবেই ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটিতেও প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যের বর্ণনা উঠে এসেছে। এখানে স্থান পেয়েছে সবুজ ডাঙা, মধুকুপী ঘাসসহ কাঁঠাল, অশ্বথ, জারুল, হিজল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণের পাশাপাশি আরও রয়েছে মেঘের পর্দার আড়াল থেকে রাঙা অরুণ উঁকি দেয়ার অপূর্ণ দৃশ্য। সুতরাং স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সৌন্দর্যই ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার সৌন্দর্যের দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির এক-তৃতীয়াংশ ভাব উদ্দীপকে স্থান পেয়েছে।”— মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।
- অপরূপ মহিমায় মহিমাম্বিত বাংলা মায়ের রূপ। এমন বিশাল সৌন্দর্যের লীলাভূমি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ঋতুর পরিবর্তনে প্রাকৃতিক রূপের তথা পরিবেশের পরিবর্তন হয়; পরিবর্তন হয় বাংলার নদী, মাঠ, ঘাটের চিত্র ও বাঙালির মন।
- উদ্দীপকে রাকিব ও রাসেলের জাফলং পাহাড়ে যাওয়ার বিষয়টিতে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা সেখানে বরনা, নদী, চা-বাগান, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ইত্যাদি দেখে প্রকৃতির চেতনায় নিজেদেরও আবিষ্ট করেছে। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটিতেও প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আরও বর্ণিত হয়েছে নারীর সৌন্দর্য, দেবতাদের দান, লক্ষ্মীপৈচা ও শঙ্খচিলের কথা। বাংলাদেশের প্রেমময়ী রূপও এ কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে অসাধারণ শিল্পসৌন্দর্যে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় থেকে মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটিকে উপলব্ধি করা যায়। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটিতে শুধু এই দিকটিই প্রধান হয়ে ওঠেনি; স্বদেশপ্রেম, প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি মুগ্ধতা, মাতৃভূমিকে নিয়ে অহংকার প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে, কবিতাটির এক-তৃতীয়াংশের ভাব স্থান পেয়েছে।

### উদ্দীপক ৮ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রায়হান সাহেব প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। বিশেষ করে তিনি বাংলাদেশের নদ-নদীর মনোরম দৃশ্যকে নিরঙ্কুশভাবে প্রত্যক্ষ করেন। নদীবক্ষে অথবা বালুকাময় নদী তীরে ঘুরে বেড়াতেই তিনি বেশি পছন্দ করেন। এমনি করে চলতে চলতে তিনি একদিন হাজির হলেন ঐশ্বর্যশালিনী পদ্মার তীরে। এখানে তিনি দু’চোখ ভরে দেখলেন পদ্মার অকুপণ দানে সমৃদ্ধ দিগন্তবিস্তৃত ফসলের খেত ও জনপদগুলো, যা নদীপাড়ের অনির্বচনীয় দৃশ্যকে পূর্ণতা দান করেছে। তারই সাথে শালিক, শঙ্খচিলের আনাগোনা এবং চঞ্চলতা যেন নদীর হৃদস্পন্দন অনুভব করতে সহায়তা করেছে। তিনি করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন এই বাংলার বুকে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছেন বলে।



- ক. কার শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে? ১
- খ. “সেখানে বরুণ কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাজীরে দেয় অবিরল জল”—এটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মা নদীর চিত্রটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কোন দিককে নির্দেশ করে? ৩
- ব্যাখ্যা কর। ৪
- ঘ. ‘উদ্দীপকে বর্ণিত রায়হান সাহেবের দৃষ্টিতে পদ্মা নদীর দৃশ্যটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির আংশিক ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভাবে নয়।”— মন্তব্যটির মূল্যায়ন কর।

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- রূপসীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে।

#### খ অনুধাবন

- প্রশ্লোখিত চরণ দ্বারা কবি কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মার অফুরন্ত জলরাশি বাংলা প্রকৃতিতে সারাবছর সজীব রাখার বিষয়টি বুঝিয়েছেন।
- হিন্দু পুরাণ অনুসারে জলের দেবতা হলেন বরুণ। বাংলাদেশের কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মাসহ বিভিন্ন নদী সারাবছরই নাব্য থাকে— এ বিষয়টিকে কবি জলের দেবতা বরুণের আশীর্বাদ হিসেবে দেখেছেন। তার আশীর্বাদেই এ নদীগুলোর অফুরন্ত জলধারা বাংলার ভূমি ও প্রকৃতির সমস্ত বৃক্ষতা, মলিনতাকে দূরীভূত করে সজীব ও সতেজ রাখে। প্রশ্লোক্ত চরণটিতে এমন ভাবই প্রকাশিত হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মা নদীর চিত্রটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কর্ণফুলী, পদ্মা ও ধলেশ্বরীসহ বিভিন্ন নদীর বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে নির্দেশ করে।
- বাস্তব জীবনের সমস্ত কঠিনতাকে পাশ কাটিয়ে কিছু সময়ের জন্য মনের মুক্তি দিতে প্রকৃতির স্নিগ্ধ সংস্পর্শের প্রয়োজন

অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। মনের সৃজনশীলতা বাড়াতে, জীবনকে সজীব-সতেজ রাখতে মানুষ প্রকৃতির মায়াজ্ঞান চোখে মাখে।

- উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রকৃতি প্রেমিক রায়হান সাহেব প্রকৃতির মায়াবী আকর্ষণে ঘরছাড়া হয়ে বাংলার নদী-মাঠ-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ান। যার সূত্র ধরে তিনি হাজির হন পদ্মার তীরে। এখানে এসে তাঁর সমস্ত অনুভূতিকে একসঙ্গে করে পদ্মার বিশালতা ও তার অকুপণ দানে সমৃদ্ধ প্রকৃতি ও দুই পাড়ের জনপদ দেখে বিস্মিত হন এবং এদেশে জন্মাতে পেরে গর্ববোধ করেন। ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাতেও দেখা যায়— কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা নদীর অপরূপ শোভা। জলের দেবতা বরুণের আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে এ নদীগুলো সারাবছরই বাংলার প্রকৃতি ও জনপদকে সজীব ও সতেজ রেখেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় নদীগুলোর বৈশিষ্ট্যের দিককেই নির্দেশ করা হয়েছে।

### য উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকের রায়হান সাহেবের দৃষ্টিতে দেখা পদ্মা নদীর দৃশ্যটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার একটি দিককে ধারণ করেছে মাত্র, সম্পূর্ণ দিককে নয়।”— মন্তব্যটি যথার্থ।
- প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ মানুষকে কঠিন বাস্তবতার মাঝে বেঁচে থাকার আশার সঞ্চার করে। বাংলার রূপ-বৈচিত্র্য, মানুষের সরল কোমল স্বভাব— সবই প্রকৃতির আশীর্বাদের ফসল।
- উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নদী তথা প্রকৃতির অপরিমেয় দানের বিষয়টি। রায়হান সাহেবের দৃষ্টিতে বাংলার প্রকৃতি ও জনপদের সমৃদ্ধির পেছনে পদ্মা নদীর ভূমিকাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এখানে দিগন্তবিস্তৃত ফসলের খেত, সমৃদ্ধশালী জনপদ সবই পদ্মার কাছে ঋণী। প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য এই পদ্মাকে ঘিরেই রচিত হয়েছে। ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায়ও উপস্থাপিত হয়েছে নদীর দৃশ্য। কিন্তু তার সাথে বাংলার প্রকৃতির অন্যান্য চিত্রও বর্ণিত হয়েছে।
- ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় শুধু নদীর সৌন্দর্যই প্রকাশিত হয়নি, কবি এখানে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলার বিভিন্ন প্রকারের গাছপালার বর্ণনা, ভোরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের অস্পষ্ট আভা, গাছপালা, ঘাস, গোধূলি আকাশের হলুদাভ মেঘের অনির্বচনীয় রূপ, স্বদেশকে শঙ্খমালা নামে কাল্পনিক প্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা, বিশালাক্ষী দেবীর বর প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে— যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

## সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১. জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস কোনটি?  
 ৐ কবিতার কথা ৐ ধূসর পাণ্ডুলিপি  
 ৐ মহাপৃথিবী ৐ মাল্যবান
  ২. “সুন্দর করুণ” বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?  
 i. সাধারণ সৌন্দর্য  
 ii. বেদনামলিন সৌন্দর্য  
 iii. দুঃখের মাঝেও সৌন্দর্য
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
- \* নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 এইচএসসি পাসের পর পড়াশোনার জন্য কানাডা পাড়ি জমায় সৈকত। কিন্তু তার মনকে সারাফণ আচ্ছন্ন করে রাখে স্বদেশে রেখে যাওয়া ছোট গ্রাম, সেখানকার আম্রকানন, বিস্তৃত ধান ক্ষেত। তার ভাষায় স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ তার প্রিয় স্বদেশ।
৩. সৈকতের অনুভূতি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার নিচের যে চরণে বিদ্যমান তা হলো—  
 i. সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সম্ভার বাতাসে;  
 ii. সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল হিজল;  
 iii. কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা জলাজীরে দেয় অবিরল জল;

### নিচের কোনটি ঠিক?

৪. উক্ত অনুভূতিতে প্রধান হয়ে ধরা দিয়েছে—  
 ৐ দেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম ৐ বিদেশপ্রেম ও নিসর্গপ্রীতি  
 ৐ প্রকৃতিপ্রেম ও স্মৃতিকাতরতা ৐ দেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ

### মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### ক কবি পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. জীবনানন্দ দাশ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?  
 ৐ ১৯০৩ সালে ৐ ১৮৯৯ সালে  
 ৐ ১৮৯৭ সালে ৐ ১৮৯৫ সালে
৬. জীবনানন্দ দাশের পিতার নাম কী?  
 ৐ গোবিন্দ দাশ ৐ নিত্যানন্দ দাশ  
 ৐ পরমানন্দ দাশ ৐ সত্যানন্দ দাশ
৭. জীবনানন্দ দাশের জননীর নাম কী?  
 ৐ কুসুমকুমারী দাশ ৐ কুসুম রানী দাশ  
 ৐ কুসুম কানন দাশ ৐ কুসুম বালা দাশ
৮. জীবনানন্দ দাশের জননী কী ছিলেন?

৯. জীবনানন্দ দাশ কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?  
 ক সাংবাদিকতা গ সাংবাদিকতা  
 খ পলিকবি ঘ বিখ্যাত কবি  
 গ অধ্যাপনা ঘ ব্যবসা
১০. জীবনানন্দ দাশ কোনটিতে নিম্নলিখিত ছিলেন?  
 ক বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে  
 খ বাংলার মানুষের জীবনচিত্রে  
 গ বাংলার মানুষের ঐতিহ্যের প্রবহমানতা  
 ঘ বাংলার প্রতিবাদী চেতনায়
১১. বাংলা সাহিত্যে ‘রূপসী বাংলার কবি’ হিসেবে খ্যাত কে?  
 ক জসীমউদ্দীন খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 গ জীবনানন্দ দাশ ঘ কাজী নজরুল ইসলাম
১২. নিচের কোনটি জীবনানন্দ দাশের জন্মতারিখ হিসেবে সঠিক?  
 ক ১৭ই জানুয়ারি, ১৮৯৯ খ ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯  
 গ ২৭ জানুয়ারি ১৮৮৯ ঘ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯
১৩. বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশের সাথে কবি জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল?  
 ক ভাই-বোন খ মা-ছেলে  
 গ দাদি-নাতি ঘ খালা-ভাগিনা
১৪. জীবনানন্দ দাশ কোন পত্রিকায় সাহিত্যপাতা সম্পাদনা করেন?  
 ক দৈনিক ইণ্ডেফাক খ দৈনিক আজাদ  
 গ দৈনিক সমকাল ঘ দৈনিক স্বরাজ
১৫. জীবনানন্দ দাশ পেশায় কী ছিলেন?  
 ক সাংবাদিক খ বাংলা বিভাগের অধ্যাপক  
 গ ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ঘ কবি
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?  
 ক নির্জনতার কবিতা খ তিমির হননের কবিতা  
 গ চিত্ররূপময় কবিতা ঘ নিসর্গবিষয়ক কবিতা
১৭. বিখ্যাত কবি ও সমালোচক ‘বুদ্ধদেব বসু’ জীবনানন্দ দাশকে কী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন?  
 ক চিত্ররূপময় কবি খ তিমির হননের কবি  
 গ রূপসী বাংলার কবি ঘ নির্জনতার কবি
১৮. কবি বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণাদায়ী কোন ধরনের কবিতার জন্য স্মরণীয়?  
 ক রোমান্টিক কবিতা খ শহরকেন্দ্রিক কবিতা  
 গ নিসর্গবিষয়ক কবিতা ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্যনির্ভর কবিতা
১৯. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি?  
 ক সাত ভাই চম্পা খ ধূসর পাখুলিপি  
 গ সাতটি তারার তিমির ঘ বনলতা সেন
২০. ‘মাল্যবান’ ও ‘সুতীর্থ’ জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের রচনা?  
 ক কাব্যগ্রন্থ খ উপন্যাস  
 গ কবিতা ঘ নাটক

২১. নিচের কোন বিশেষণে জীবনানন্দ দাশকে আখ্যায়িত করা হয় নি?  
 ক তিমির হননের কবি খ নির্জনতার কবি  
 গ ধূসরতার কবি ঘ সোনার বাংলার কবি
২২. কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু সন কোনটি?  
 ক ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪ খ ২২ আগস্ট, ১৯৫৪  
 গ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ঘ ২২ অক্টোবর, ১৯৫০
২৩. জীবনানন্দ দাশ কীভাবে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে মারা যান?  
 ক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে খ ট্রাম দুর্ঘটনায়  
 গ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘ আত্মহত্যা করে
২৪. ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?  
 ক আল মাহমুদ খ সৈয়দ শামসুল হক  
 গ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ জীবনানন্দ দাশ
২৫. নিচের কোনটি জীবনানন্দ দাশের রচিত গ্রন্থ?  
 ক চক্রবাক খ তীর্থরেণু  
 গ চিন্তাতরঙ্গিনী ঘ সুতীর্থ
২৬. জীবনানন্দ দাশ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?  
 ক বরিশাল খ কলকাতা  
 গ শিলিগুড়ি ঘ খুলনা
২৭. কোনটি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ?  
 ক চক্রবাক খ ঝিঙেফুল  
 গ মালধঃ ঘ মহাপৃথিবী
২৮. জীবনানন্দ দাশ কত তারিখে ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হন?  
 ক ২২শে অক্টোবর খ ২৩শে অক্টোবর  
 গ ২৪শে অক্টোবর ঘ ২৫শে অক্টোবর
২৯. জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর কারণ কোনটি?  
 ক বক্ষব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া  
 খ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া  
 গ ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হওয়া  
 ঘ ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হওয়া

### খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

৩০. ‘সবচেয়ে সুন্দর করুণ’—এখানে ‘করুণ’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?  
 ক বেদনাময় খ বিষণ্ণ  
 গ স্নেহময় ঘ প্রেমময়
৩১. ‘ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।’— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কোন বিষয়টির ছায়াপাত ঘটেছে?  
 ক দেশপ্রেম খ প্রকৃতিপ্রেম  
 গ সৌন্দর্যপ্ৰীতি ঘ মানবপ্রেম
৩২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতা অনুসারে সবুজ ডাঙা কীসে ভরে আছে?  
 ক ঘাসে খ ফুলে  
 গ ফসলে ঘ ফলে
৩৩. সবুজ ডাঙা কোন ঘাসে ভরে আছে?  
 ক মধুকরী খ মধুরূপী  
 গ মধুকুপী ঘ বুনো
৩৪. ‘সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল;’— আলোচ্য বাক্যে কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে?

৩৫. **ক** বাংলার সবুজ-শ্যামল রূপ **খ** বাংলার করুণ রূপ  
**গ** বাংলার অনুপম সৌন্দর্য **ঘ** বাংলার প্রকৃতির মাধুর্য  
 ‘সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল।’  
 এখানে ‘অবিরল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
**ক** বিরামহীন **খ** নিরন্তর **গ** প্রশস্ত **ঘ** নিবিড়
৩৬. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ‘হিজল’ কীসের নাম?  
**ক** ফুলের **খ** গাছের **গ** বনের **ঘ** ফলের
৩৭. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় নিচের কোন গাছের উল্লেখ রয়েছে?  
**ক** আম **খ** জাম **গ** জামরুল **ঘ** কাঁঠাল
৩৮. নিচের কোন স্থানে কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল গাছ দেখা যায়?  
**ক** বাংলায় **খ** কলকাতায় **গ** আসামে **ঘ** বিহারে
৩৯. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল গাছের উল্লেখ কীসের পরিচয় ফুটে উঠেছে?  
**ক** বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার **খ** গাছপালার বিচিত্র রূপ  
**গ** গ্রাম্য পরিবেশ **ঘ** বনাচ্ছাদিত বাংলাদেশ
৪০. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কাঁঠাল ছাড়াও আর কোন গাছের উল্লেখ রয়েছে?  
**ক** শেওড়া **খ** পেয়ারা **গ** তমাল **ঘ** অশ্বথ
৪১. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কোন সময়ের মেঘের কথা বলা হয়েছে?  
**ক** ভোর **খ** দুপুর **গ** সন্ধ্যা **ঘ** গোখুলি
৪২. ভোরের মেঘে কীসের রঙের মতো সূর্য জেগেছে?  
**ক** সিঁদুর **খ** নাটা **গ** কুমকুম **ঘ** কুসুম
৪৩. ‘সেখানে ভোরের মেঘে নাটা রঙের মতো জাগিছে অরুণ’— এখানে কোন সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে?  
**ক** মেঘের **খ** গোখুলির  
**গ** নাটার বিচিত্র বর্ণের **ঘ** প্রভাতের
৪৪. কবিতা অনুসারে বারুণী কোথায় থাকে?  
**ক** গঙ্গাসাগরের বুকে **খ** বঙ্গোপসাগরের বুকে  
**গ** প্রশান্ত মহাসাগরে **ঘ** ভারত মহাসাগরে
৪৫. কে কর্ণফুলী ধলেশ্বরীকে অবিরল জল দেয়?  
**ক** মেঘ **খ** বরুণ  
**গ** হিমালয় **ঘ** মানস সরোবর
৪৬. ‘বরুণ’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?  
**ক** মেঘের দেবতা **খ** সূর্য দেবতা  
**গ** বর্ষার দেবতা **ঘ** জলের দেবতা
৪৭. বরুণ কাকে অবিরল জল দেয়?  
**ক** জলাঙ্গীকে **খ** সমুদ্রকে  
**গ** হ্রদকে **ঘ** পুষ্করিণীকে
৪৮. কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা এই নামগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কোন পরিচয় ফুটে উঠেছে?  
**ক** প্রাকৃতিক সৌন্দর্য **খ** নদীমাতৃক

- গ** নদীর সৌন্দর্য **ঘ** নদীর বিচিত্রতা
৪৯. হলুদ শাড়ি লেগে থাকা রূপসীর শরীরের পর— এখানে ‘রূপসী’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?  
**ক** শঙ্খবতীকে **খ** শঙ্খমালাকে  
**গ** শঙ্খচিলকে **ঘ** বাংলার প্রকৃতিকে
৫০. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবির চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ বাংলাদেশ হওয়ার কারণ কী?  
**ক** এই দেশ পবিত্র  
**খ** এই দেশ সত্ৰামী চেতনার ফল  
**গ** এই দেশ প্রকৃতি ও তার অনুযোজ্য অনন্য  
**ঘ** এই দেশ আরামদায়ক
৫১. “তারে আর খুঁজে পাবে নাকো তুমি” কাকে?  
**ক** বিশালাক্ষীকে **খ** শঙ্খমালাকে  
**গ** শঙ্খজয়াকে **ঘ** বিশালাক্ষী নয়নাকে
৫২. বাংলার বুকে অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী?  
**ক** বিশালাক্ষীর বর **খ** বাংলার নদী  
**গ** বাংলার জল **ঘ** বাংলার মানুষ
৫৩. “সবুজ ডাঙা” বলতে কী বোঝায়?  
**ক** সবুজ রঙকে **খ** সবুজময় দিককে  
**গ** পুরো বাংলাকে **ঘ** বাংলার নদীর কিনারাকে
৫৪. বরুণ ধলেশ্বরী, পদ্মাকে কীভাবে জল দেয়?  
**ক** অবিশ্রান্তভাবে **খ** অকপণভাবে  
**গ** প্রবল বেগে **ঘ** কলকল শব্দে
৫৫. ‘বাংলার নদী কি শোভাশালিনী  
 কি মধুর তার কুলুকুলু ধ্বনি।’—কায়কোবাদ  
 উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কোন বিষয়টি লক্ষ করা যায়?  
**ক** নদীর কুলুকুলু ধ্বনি **খ** নদীর রূপ  
**গ** নদীর বিশালতা **ঘ** নদীর প্রবাহমানতা
৫৬. কে হাওয়ায় চঞ্চল?  
**ক** শালিক **খ** লক্ষ্মীপেঁচা **গ** পানকৌড়ি **ঘ** শঙ্খচিল
৫৭. শঙ্খচিল কীসের মতো হাওয়ায় চঞ্চল?  
**ক** সুপারির বন **খ** নারজি বন **গ** পানের বন **ঘ** হিজল বন
৫৮. কে ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট?  
**ক** লক্ষ্মীপেঁচা **খ** শালিক **গ** শঙ্খচিল **ঘ** ভ্রমর
৫৯. লেবুর শাখা কীসের ওপর নুয়ে থাকে?  
**ক** মাটির **খ** জলের **গ** ঘাসের **ঘ** নদীর
৬০. লেবুর শাখা কখন ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে?  
**ক** আলোতে **খ** গোখুলিতে **গ** অন্ধকারে **ঘ** ভোরে
৬১. লেবুর শাখার অন্ধকারে ঘাসের ওপর নুয়ে থাকার উল্লেখে কবির কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?  
**ক** পরিমিতিবোধ **খ** সূক্ষ্ম দৃষ্টি  
**গ** সৌন্দর্য সচেতনতা **ঘ** দেশপ্রেম
৬২. ‘লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের ওপর।’  
 এখানে কোন প্রকৃতির চিত্র লক্ষণীয়?

- ক গ্রামীণ    খ শহুরে    গ পাহাড়ি    ঘ সমতল ভূমির
৬৩. সুদর্শনের ঘরে ফেরার সময় কখন?
- ক সন্ধ্যা    খ রাত    গ গোধূলি    ঘ বিকাল
৬৪. 'সুদর্শন' মূলত কী?
- ক এক ধরনের পাখি    খ এক ধরনের গুবরে পোকা  
গ এক ধরনের বক    ঘ এক ধরনের চিল
৬৫. কবিতায় 'হলুদ শাড়ি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ক হলুদ রঙের শাড়ি    খ হলুদ ফুল  
গ ফসলের খেত    ঘ সরিষা খেত
৬৬. বিশালাক্ষী কাকে বর দিয়েছিল?
- ক শঙ্খচিলকে    খ লক্ষ্মীপেঁচাকে  
গ কাঞ্চনমালাকে    ঘ শঙ্খমালাকে
৬৭. কবি ধানের গন্ধের সমতুল্য বিবেচনা করেছেন কোনটিকে?
- ক শঙ্খমালা    খ শঙ্খচিল    গ সুদর্শন    ঘ লক্ষ্মীপেঁচা
৬৮. শঙ্খমালাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে না?
- ক এ পৃথিবীর নদী ঘাসে    খ এ পৃথিবীর নদী সমুদ্রে  
গ এ পৃথিবীর বনে জঙ্গলে    ঘ এ পৃথিবীর মাঠে ঘাসে
৬৯. এ পৃথিবীর নদী ঘাসে কাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?
- ক বিশালাক্ষীকে    খ বারুণীকে  
গ শঙ্খমালাকে    ঘ বরুণকে
৭০. বিশালাক্ষী শঙ্খমালাকে কী দিয়েছিল?
- ক শাপ    খ বর    গ মন্ত্র    ঘ আশিস
৭১. শঙ্খমালা কীভাবে এই বাংলায় জন্মেছে?
- ক ব্রহ্মার বরে    খ সরস্বতীর বরে  
গ ইন্দ্রের বরে    ঘ বিশালাক্ষীর বরে
৭২. বাংলায় এই সবুজের মেলা কার আশীর্বাদ?
- ক বরুণের    খ বারুণীর    গ বিশালাক্ষীর    ঘ মা লক্ষ্মীর
৭৩. প্রকৃতির গভীরে ধানের গন্ধের মতো অস্ফুটভাবে কী মিশে থাকে?
- ক শঙ্খচিল    খ লক্ষ্মীপেঁচা    গ হুতুমপেঁচা    ঘ তাতশালিক
৭৪. শঙ্খমালাকে কেবল কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?
- ক বাংলায়    খ ভারতে    গ মাটিতে    ঘ আকাশে
৭৫. কবি এই বাংলাকে কোন রঙের বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন?
- ক সাদা    খ সবুজ    গ বেগুনি    ঘ নীল
৭৬. 'তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাসে আর ধানের ভেতর।'— এই বাক্যে কার জন্মানোর কথা বলা হয়েছে?
- ক সুদর্শন    খ শঙ্খমালা    গ বিশালাক্ষী    ঘ বারুণী
৭৭. শঙ্খমালা মূলত কীসের প্রতিরূপ?
- ক বাংলার নদী    খ বাংলার বন-জঙ্গল  
গ বাংলার ফসল খেতের সৌন্দর্য    ঘ বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য
৭৮. ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ কোন পাখি?
- ক লক্ষ্মীপেঁচা    খ শঙ্খচিল    গ সুদর্শন    ঘ শঙ্খমালা
৭৯. 'সুন্দর করুণ' বলতে কবি কোনটিকে বোঝাননি?
- ক মমতারসে সিক্ত    খ সহানুভূতিতে আর্দ্র

- গ বিষণ্ণ বাংলাদেশ    ঘ করুণার মতো সুন্দর
৮০. 'সুদর্শন' বলতে কবি জীবনানন্দ দাশ কী বুঝিয়েছেন?
- ক সুন্দর মানুষ    খ এক ধরনের গুবরে পোকা  
গ এক ধরনের দর্শনীয় জায়গা    ঘ দেখতে সুন্দর এমন কিছু
৮১. কবিতাটিতে 'বিশালাক্ষী' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?
- ক বনলতা সেনকে    খ দুর্গা দেবীকে  
গ কবির মানসীকে    ঘ স্বদেশকে
৮২. শঙ্খচিলের বৈশিষ্ট্য কী?
- ক শামুকের মতো দেখতে    খ সাদা চিল  
গ সাদা বুকবিশিষ্ট চিল    ঘ করুণ দৃষ্টিভেজা চিল
৮৩. হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন কে চঞ্চল হয়ে ওঠে?
- ক লক্ষ্মীপেঁচা    খ শঙ্খচিল  
গ শঙ্খমালা    ঘ কবি নিজে
৮৪. সন্ধ্যার বাতাসে কে উড়ে যায়?
- ক সুদর্শন    খ লক্ষ্মীপেঁচা    গ গাংচিল    ঘ শালিক
৮৫. মিষ্টি, স্নিগ্ধ তরুণ ধানের গন্ধের মতো কোনটি প্রকৃতির পরিবেষ্টিত মিশে থাকে?
- ক শঙ্খচিল    খ শঙ্খমালা    গ লক্ষ্মীপেঁচা    ঘ বারুণী
৮৬. শঙ্খমালার পরনে হলুদ শাড়ির বর্ণশোভার মাধ্যমে কবি কোনটি তুলে ধরতে চেয়েছেন?
- ক হলুদে রঙের ফুল    খ মৃত্যুচেতনা  
গ সবুজ ঘাস আর ফসলের মাধুর্য    নদীর সৌন্দর্য
৮৭. 'বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর'— দেবী দুর্গার বর পেয়ে কী হয়েছিল?
- ক শঙ্খমালার জন্ম হয়েছিল  
খ নদ-নদীর প্রাচুর্য এসেছিল  
গ নীল-সবুজে মেশা সুন্দর প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল  
ঘ শঙ্খমালার শাড়ির রং হলুদ হয়েছিল
৮৮. এদেশের পূর্বাকাশে যখন মেঘের আড়াল থেকে সূর্য ওঠে তার কী রং হয়?
- ক গোলাপের মতো লাল    খ করমচা রঙিন  
গ শিউলির রং    ঘ আবিরের রং
৮৯. বাংলাদেশের প্রতিটি নদী কী ধরনের জলে ভরে থাকে?
- ক ঘোলা জলে    খ নীল জলে  
গ স্বচ্ছতোয়াজলে    ঘ কপালি জলে
৯০. পানের বনের হাওয়ার চঞ্চলতা কার মনে চঞ্চলতা জাগায়?
- ক শঙ্খমালার    খ শঙ্খচিলের    গ মাছরাঙার    ঘ বাজপাখির
৯১. অন্ধকার ঘাসের ওপর কী নুয়ে থাকে?
- ক বেত ফুল    খ লেবু শাখা    গ বট ঝুরি    ঘ বেতশলাতা
- গ** শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)
৯২. 'অরুণ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
- ক উষা    খ শশী    গ সূর্য    ঘ সমুদ্র

৯৩. ‘জলাঙ্গী’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
 ক জলপতি খ নির্ঝর গ তটিনী ঘ বরুণ
৯৪. ‘নাটা’ শব্দটির অর্থ কী?  
 ক নটরাজ খ গোলাকার ক্ষুদ্র বীজ বা ফল  
 গ নিচু ঘ নিম্ন স্থানের কাঁটা
৯৫. ‘বারুণী’ শব্দটির সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?  
 ক বরুণানী খ বরুণা গ বরুণের স্ত্রী ঘ জলের দেবী
৯৬. সমাসনিষ্পন্ন ‘বিশালাক্ষী’ শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি?  
 ক বিশাল ও অক্ষি খ অক্ষি বিশালের ন্যায়  
 গ বিশাল অক্ষি যার ঘ বিশাল রূপ অক্ষি
৯৭. ‘নদী’ শব্দটির কোন প্রতিশব্দটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ক জলনালি খ জলাঙ্গী গ তটিনী ঘ স্রোতস্বিনী
৯৮. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?  
 ক বরুণ খ সূর্য  
 গ সমুদ্রের অধিপতি ঘ জলের দেবতা
৯৯. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ বিশেষ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক বট খ নাটা গ বেত ঘ নিম
১০০. আয়তলোচনা সুন্দরী নারীকে কী বলা হয়?  
 ক সুনয়না খ হরিণচোখা গ বিশালাক্ষী ঘ বনলতা
১০১. ‘সুদর্শন’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?  
 ক কাক খ পোকা গ সুপুরুষ ঘ সাপ

### ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

১০২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় নিচে বর্ণিত কোন নদীর উল্লেখ আছে?  
 ক যমুনা খ মেঘনা গ ধানসিঁড়ি ঘ ধলেশ্বরী
১০৩. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কয়টি নদীর উল্লেখ আছে?  
 ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার
১০৪. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় শঙ্খচিলের কোন রূপটি লক্ষণীয়?  
 ক স্থির খ উদাস গ সৌম্য ঘ চঞ্চল
১০৫. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কীসের নাম উল্লেখ আছে?  
 ক লেবু ফুল খ মাটি গ ধান ঘ এলাচি ফুল
১০৬. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ধানের গন্ধকে কেমন বলে উল্লেখ করা হয়েছে?  
 ক মিষ্টি খ অস্ফুট গ সতেজ ঘ মোহময়
১০৭. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কোন সময়ের বাতাসের উল্লেখ আছে?  
 ক সকাল খ বিকাল গ রাত ঘ সন্ধ্যা

১০৮. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কোন রঙের শাড়ির উল্লেখ আছে?  
 ক সবুজ খ হলুদ গ লাল ঘ নীল
১০৯. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ‘রূপসী’ বলা হয়েছে কাকে?  
 ক নারীকে খ নদীকে গ মাঠকে ঘ বাংলাকে
১১০. ‘সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পর—’ এ কথার তাৎপর্য—  
 ক বাংলার পাকা ফসলের খেতের সৌন্দর্য  
 খ বাংলার নারীর সৌন্দর্য  
 গ বাংলার নদীর সৌন্দর্য  
 ঘ হলুদ রঙের শাড়িতে নারীর সৌন্দর্য
১১১. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় মূলত কোন বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করেছে?  
 ক বাংলার মানুষ খ বাংলার প্রকৃতি  
 গ বাংলার নদী ঘ বাংলার পাখি
১১২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?  
 ক মানবপ্রেম খ দেশপ্রেম গ মর্তপ্রীতি ঘ মৃত্যুচেতনা
১১৩. কবিতায় ভোরের মেঘে অরুণকে কোন রঙের দেখায়?  
 ক নাটার খ বেতের গ জলের ঘ পাতার
১১৪. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কী জানতে পারবে?  
 ক দেশপ্রেম খ প্রকৃতিপ্রেম  
 গ দেশাত্মজ্ঞানে প্রকৃতিপ্রেম ঘ চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ
১১৫. গঙ্গাসাগরের বুকে কার অবস্থান?  
 ক বারুণী খ শালিক গ লক্ষ্মীপেঁচা ঘ শঙ্খচিল
১১৬. বাংলার নদীর সৌন্দর্য নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?  
 ক কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা জলাঙ্গীকে দেয় অবিরল জল  
 খ সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে  
 গ তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাসে আর ধানের ভিতর  
 ঘ সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পর
১১৭. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির রচয়িতা কে?  
 ক জসীমউদ্দীন খ জীবনানন্দ দাশ  
 গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
১১৮. পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল কোন পাখি?  
 ক শঙ্খচিল খ লক্ষ্মীপেঁচা গ সুদর্শন ঘ শঙ্খমালা
১১৯. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবি কোন স্থানটির কথা ইঙ্গিত করেছেন?  
 ক মরুভূমি খ ফ্রান্সের প্যারিস  
 গ জন্মভূমি বাংলাদেশ ঘ ভূস্বর্গ কাশ্মীর
১২০. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় কতটি পাখির নাম আছে?  
 ক ২টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি



১২১. ‘সুন্দর করুণ’ শব্দটি দিয়ে কোন ভাব বোঝানো যায় না?  
 ক বেদনামলিন সৌন্দর্য খ মমতারসে সিক্ত ও বিষণ্ণ  
 গ সহানুভূতিতে আর্দ্র ও মলিন ঘ সৌন্দর্যের প্রতি করুণা
১২২. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় কতটি গাছের নাম আছে?  
 ক ৩টি ঘ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি
১২৩. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটিতে উল্লেখ করা হয়নি কোন নদীটির কথা?  
 ক পদ্মা ঘ মেঘনা গ কর্ণফুলী ঘ ধলেশ্বরী
১২৪. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” এই স্থান কোনটি?  
 ক বাংলাদেশ ঘ ভারত গ পশ্চিমবঙ্গ ঘ বরিশাল
১২৫. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবি এখানে ‘এক স্থান’ বলতে কোন দেশকে বুঝিয়েছেন?  
 ক বাংলাদেশ ঘ ভারত গ পাকিস্তান ঘ মালদ্বীপ
১২৬. কবিতাটিতে কবি বাংলাকে কী বলেছেন?  
 ক সবচেয়ে রূপসী ঘ সবচেয়ে সুন্দর  
 গ সবচেয়ে রূপবতী ঘ সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর
১২৭. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় কতটি নদীর নাম রয়েছে?  
 ক ৩টি ঘ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি

### উ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১২৮. কবি জীবনানন্দ দাশের মতে এই বাংলা—  
 i. সুন্দর ii. করুণ ii. সজীব  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৯. ‘সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল।’—  
 আলোচ্য চরণে প্রকাশিত হয়েছে—  
 i. গাছপালার সৌন্দর্য  
 ii. গাছপালার বৈচিত্র্য  
 ii. গাছপালার রূপ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩০. বারুণী শব্দটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—  
 i. বরুণানী  
 ii. বরুণের স্ত্রী  
 iii. জলদেবী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩১. এদেশের জনপদে, অরণ্যে ছড়িয়ে আছে—  
 i. অসংখ্য বৃক্ষ  
 ii. লতাগুল্ম  
 iii. মধুকুসী ঘাস  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় যে গাছের নাম আছে—

- i. বট ii. জারুল ii. হিজল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৩. বরুণ যাকে জল দেয়—  
 i. কর্ণফুলী ii. ধলেশ্বরী ii. জলাঙ্গী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৪. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় প্রাপ্ত বাংলার নদীগুলো হলো—  
 i. ধলেশ্বরী ii. পদ্মা ii. কর্ণফুলী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ ii গ iii ঘ i, ii ও iii
১৩৫. ‘শঙ্খচিল’ হলো এক ধরনের—  
 i. চিল ii. পাখি ii. বিহঙ্গ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৬. নিচের যেটি পৌরাণিক চরিত্র—  
 i. বারুণী ii. বরুণ ii. বিশালাক্ষী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ঘ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৭. শঙ্খমালা যেখানে জন্মেছে—  
 i. বাংলার ঘাসে ii. বাংলার মাটিতে  
 ii. বাংলার ধানের ভেতর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক ii ঘ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৮. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় অন্ধকারে যে ঘটনা ঘটার কথা বলা হয়েছে—  
 i. সুদর্শন ঘরে ফেরে ii. রাখাল ঘরে ফেরে  
 ii. লেবুর শাখা ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৯. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় যে পাখির উল্লেখ রয়েছে—  
 i. শঙ্খচিল  
 ii. লক্ষ্মীপৈঁচা  
 iii. শালিক  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও iii ঘ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
১৪০. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় অন্ধকারে যে ঘটনা ঘটার কথা বলা হয়েছে—  
 i. সুদর্শন ঘরে ফেরে  
 ii. রাখাল ঘরে ফেরে  
 iii. লেবুর শাখা ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ঘ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৪১. ‘এই পৃথিবীতে একস্থান আছে’ কবিতায় কবি—

i. সৌন্দর্যসম্পাদনী

ii. বিলাসী

iii. বাস্তববাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৪২. বরুণ কাকে জল দেয়—

i. কর্ণফুলী

ii. ধলেশ্বরী

iii. জলাঙ্গী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i      খ ii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৪৩. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় যে গাছগুলোর নাম পাওয়া যায়—

i. কাঁঠাল

ii. অশ্বথ

iii. ভাটি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৪৪. বরুণ যেসব নদীকে জল দেয়—

i. কর্ণফুলী

ii. ধলেশ্বরী

iii. পদ্মা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii      খ ii ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৪৫. ‘বিশালাক্ষী’ হলো যে রমণীর চোখ—

i. আয়ত

ii. বাঁকা

iii. টানাটানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৪৬. কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ সুন্দর। কারণ এদেশ—

i. মমতারসে সিক্ত

ii. সহানুভূতিতে আর্দ্র

iii. বিষণ্ণ দেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৪৭. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় যে দিকটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা হলো—

i. প্রকৃতির মাধুর্য

ii. স্বজাত্যবোধ

iii. প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫০ - ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ  
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের  
গাছে

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে  
ভোরের দোয়েল পাখি— চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ  
জাম-বট কাঁঠালের—হিজলের—অশ্বথের করে আছে চুপ;

১৪৮. কোন বিষয়ে উদ্দীপকের সাথে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক স্বদেশচেতনায়      খ মৃত্যুচেতনায়

গ বাস্তবচেতনায়      ঘ মর্তচেতনায়

১৪৯. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি ফুটে উঠেছে নিচের যে চরণে—

i. এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ

ii. সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের  
উপরii. সেখানে লক্ষীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট,  
তরুণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i      খ ii      গ i ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৫০. কোন বিষয়ে উদ্দীপক এবং ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মিল লক্ষ করা যায়?

ক নদীর বর্ণনায়      খ প্রকৃতির বর্ণনায়

গ কর্ণফুলী      ঘ গ্রামীণ জীবনের বর্ণনায়

\* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৩ - ১৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়;

কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।

এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রাণী সে যে— আমার জন্মভূমি।

১৫১. উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার কোন অনুভূতি ফুটে উঠেছে?

ক প্রকৃতিপ্রেম

খ মানবপ্রেম

গ মর্তপ্রেম

ঘ স্বজাত্যপ্রেম

১৫২. উক্ত অনুভূতি যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—

i. স্বদেশ

ii. বাংলার প্রকৃতি

ii. প্রবাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii      খ ii      গ i ও ii      ঘ ii ও iii

১৫৩. দেশকে সকল দেশের রাণী বলার অর্থ নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?

ক এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ

খ সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল,  
হিজল

চ অভিনু তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

গ) সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ

৩ সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৬-১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবো নাকো তুমি  
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

১৫৪. উদ্দীপকের কোন দিকটি “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় বিবৃত হয়েছে?

ক প্রকৃতি                      গ দেশপ্রেম

গ) দেশের প্রতি একাগ্রতা    ঘ) দেশের প্রতি বিমুখিতা

১৫৫. উদ্দীপকের কোন দিকটি “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতার সাথে সম্পর্কিত?

ক প্রকৃতি    গ নদ-নদী    গ) গাছপালা    ঘ) ঘাতপাতা

১৫৬. উদ্দীপকের যে-চেতনা তা কীভাবে উক্ত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে?

- প্রকৃতির বিবরণে
- দেশোত্তরাধিকার
- দেশের প্রতি ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    গ i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৯-১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ  
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের  
গাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে  
আছে ভোরের দোয়েল পাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি  
পল্লবের স্তূপ!

১৫৭. উদ্দীপকের কবি স্বদেশের প্রতি যে একাগ্রতা দেখিয়েছেন তা কীভাবে “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” কবিতায় ফুটে উঠেছে?

ক দেশের প্রতি শ্রদ্ধা

গ) দেশের প্রতি ভালোবাসা

গ) দেশের প্রতি একাগ্রতা

ঘ) দেশের প্রতি মমতায়

১৫৮. উদ্দীপকের ‘পল্লবের স্তূপ’ শব্দটির সাথে কবিতায় সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দগুলো হতে পারে—

- কাঁঠাল
- অশ্বথ
- জারুল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    গ i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

১) বাড়ির কাজ .....

- ◆ এ পৃথিবীর স্থানগুলো এত সুন্দর কেন? বর্ণনা কর।
- ◆ বাংলার প্রকৃতির অপূর্ণ রূপ ঐশ্বর্যের বর্ণনা দাও।
- ◆ ‘সকল দেশের রাণী আমাদের এই সোনার বাংলা’ – এর ব্যাখ্যা কর।
- ◆ আলোচ্য কবিতায় কবির প্রকৃতির চেতনার প্রতিফলন বিশ্লেষণ কর।

➔ **গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা** .....

১. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ এখানে ‘স্থান’ বলতে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে।
২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় বাংলাদেশের রূপটৈচিত্র্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
৩. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কর্ণফুলি, ধলেশ্বরী, পদ্মাসহ ৩টি নদীর উল্লেখ আছে।
৪. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় লেবুর শাখা অঙ্ককারে ঘাসের উপর নুয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে।
৫. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ৫টি গাছের নাম উল্লেখ আছে।
৬. ‘বিশালাক্ষী দিয়েছে বর’ বলতে দেবির আশীর্বাদকে বোঝানো হয়েছে।

## টেক্সট বুক অ্যানালাইসিস

## ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ‘কবুণ’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: ‘কবুণ’ শব্দটির অর্থ বেদনাপূর্ণ।
২. সবচেয়ে সুন্দর কবুণ স্থানটি কোথায় আছে?  
উত্তর: সবচেয়ে সুন্দর কবুণ স্থানটি আছে এই পৃথিবীর  
এক স্থান তথা বাংলাদেশে।

৩. এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর করুণ স্থানের নাম কী?  
উত্তর : এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর করুণ স্থানের নাম  
বাংলাদেশ।
৪. ‘অবিরল’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর : অবিরল শব্দের অর্থ নিবিড়, ঘন, নিরন্তর।
৫. কী ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে?

- উত্তর: সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে।
৬. সবুজ ডাঙা ভরে আছে কোন ঘাসে?  
উত্তর: সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে।
৭. ‘মধুকুপী’ কী?  
উত্তর: মধুকুপী এক ধরনের ঘাস।
৮. কবিতায় কোন রঙের ডাঙা আছে?  
উত্তর: কবিতায় সবুজ রঙের ডাঙা আছে।
৯. ‘অশ্বখ’ কীসের নাম?  
উত্তর: ‘অশ্বখ’ একটি গাছের নাম।
১০. ‘অরুণ’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: ‘অরুণ’ শব্দের অর্থ সূর্য।
১১. কোন সময়ের মেঘে নাটার রঙের মতো অরুণ জেগেছে?  
উত্তর: ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো অরুণ জেগেছে।
১২. কীসের রঙের মতো অরুণ জাগছে?  
উত্তর: নাটার রঙের মতো অরুণ জাগছে।
১৩. বারুণী কোন সাগরের বুকে থাকে?  
উত্তর: বারুণী গঙ্গা সাগরের বুকে থাকে।
১৪. গঙ্গা সাগরের বুকে কে থাকে?  
উত্তর: গঙ্গা সাগরের বুকে থাকে বারুণী।
১৫. বারুণী কে?  
উত্তর: বারুণী জলের দেবতা বরুণের স্ত্রী।
১৬. ভোরের কীসে নাটার রঙের মতো অরুণ জাগছে?  
উত্তর: ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো অরুণ জাগছে।
১৭. জলের রাজা কে?  
উত্তর: জলের রাজা বরুণ।
১৮. ‘জলাজী’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: জলাজী শব্দের অর্থ জলাশয় বা জলধারণকারী।
১৯. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কয়টি নদীর নাম উল্লেখ আছে?  
উত্তর: ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় তিনটি নদীর নাম উল্লেখ আছে।
২০. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কী সাগরের নাম উল্লেখ আছে?  
উত্তর: গঙ্গা সাগরের নাম উল্লেখ আছে।
২১. কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী ও পদ্মা জলাজীয়ে কে অবিরল জল দেয়?  
উত্তর: কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী ও পদ্মা জলাজীয়ে বরুণ অবিরল জল দেয়।
২২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কয়টি সাগরের নাম উল্লেখ আছে?  
উত্তর: ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় একটি সাগরের নাম উল্লেখ আছে।
২৩. পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল কী?  
উত্তর: পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল শঙ্খচিল।
২৪. শঙ্খচিল কীসের মতো হাওয়ায় চঞ্চল?  
উত্তর: শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।
২৫. ‘চঞ্চল’ শব্দের অর্থ কী?

- উত্তর: ‘চঞ্চল’ শব্দের অর্থ অস্থির/চালু।
২৬. শঙ্খচিল পানের বনের মতো কীসে চঞ্চল?  
উত্তর: শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।
২৭. শঙ্খচিল কীসের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল?  
উত্তর: শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।
২৮. ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট কী?  
উত্তর: ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মীপেঁচা।
২৯. লক্ষ্মীপেঁচা কীসের গন্ধের মতো অস্ফুট?  
উত্তর: লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট।
৩০. ‘অস্ফুট’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: ‘অস্ফুট’ শব্দের অর্থ ফোটেনি/ অবিকশিত।
৩১. কীসের শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের ওপর?  
উত্তর: লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের ওপর।
৩২. লেবুর শাখা নুয়ে থাকে কীসের ওপর?  
উত্তর: লেবুর শাখা নুয়ে থাকে ঘাসের ওপর।
৩৩. ‘নুয়ে থাকা’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: ‘নুয়ে থাকা’ শব্দের অর্থ ঝুলে থাকা।
৩৪. লেবুর কী নুয়ে থাকে অন্ধকারে?  
উত্তর: লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে।
৩৫. সুদর্শন কী?  
উত্তর: সুদর্শন এক ধরনের গোবরে পোকা।
৩৬. অন্ধকার বাতাসে কী উড়ে যায় ঘরে?  
উত্তর: অন্ধকারে বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে।
৩৭. অন্ধকারে সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন কোথায় উড়ে যায়?  
উত্তর: অন্ধকারে সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন তার ঘরে উড়ে যায়।
৩৮. কার শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে?  
উত্তর: রূপসীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে।
৩৯. রূপসীর শরীরের ওপর কোন রঙের শাড়ি লেগে থাকে?  
উত্তর: রূপসীর শরীরের ওপর হলুদ রঙের শাড়ি লেগে থাকে।
৪০. রূপসীর শরীরে হলুদ কী লেগে থাকে?  
উত্তর: রূপসীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে।
৪১. শঙ্খমালা কে?  
উত্তর: শঙ্খমালা একটি মেয়ে।
৪২. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ‘বর’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: ‘বর’ শব্দের অর্থ আশীর্বাদ।
৪৩. ‘বিশালাক্ষী’ শব্দের অর্থ কী?  
উত্তর: ‘বিশালাক্ষী’ শব্দের অর্থ আয়তলোচনযুক্ত।
৪৪. কে বর দিয়েছিলেন?  
উত্তর: বিশালাক্ষী বর দিয়েছিলেন।
৪৫. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় বর্ণিত বাংলার রং কেমন?  
উত্তর: ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় বর্ণিত বাংলার রং নীল।
৪৬. শঙ্খমালা নীল বাংলার কোথায় জন্মেছিল?  
উত্তর: শঙ্খমালা নীল বাংলার নদী আর ঘাসে জন্মেছিল।
৪৭. পৃথিবীর নদী ঘাসে কাকে ঝুঁজে পাওয়া যাবে না?

উত্তর: পৃথিবীর নদী ঘাসে শঙ্খমালাকে ঝুঁজে পাওয়া যাবে না।

৪৮. বিশালাক্ষী কে?

উত্তর: বিশালাক্ষী স্বর্গীয় দেবী।

৪৯. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির কবি কে?

উত্তর: ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটির কবি জীবনানন্দ দাশ।

৫০. কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মসাল কোনটি?

উত্তর: কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মসাল ১৮৯৯।

## খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. পৃথিবীর স্থানটি সবচেয়ে সুন্দর করুণ কেন?

উত্তর : সবুজ শ্যামল অপরূপ সৌন্দর্যের আধার বাংলাদেশে দারিদ্র্য, হতাশা, অসহায়ত্ব ইত্যাদি রয়েছে বলে এটি সুন্দর করুণ।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ প্রাকৃতিক পরিবেশে খুবই মনোমুগ্ধকর। আশাহীনতার মাঝে আশা জাগায়, অসৌন্দর্যের মাঝে সৌন্দর্যের মহিমা দান করে। আবার সুন্দর সবুজ রং ফ্যাকাশে করতে দারিদ্র্য, হতাশা, নিরাশা, শোক ও দুঃখ ইত্যাদি এসে বিরাজ করে। তাই পৃথিবীর এ স্থানটি সবচেয়ে সুন্দর করুণ।

২. ‘বিশালাক্ষী কীভাবে বর দিয়েছিল?

উত্তর : বিশালাক্ষী অত্যন্ত স্নেহ, মায়া, সৌন্দর্য ও শ্যামলিমা দিয়ে বর দিয়েছিল।

স্বর্গীয় সৌন্দর্যে গড়া বিশালাক্ষী বাংলাদেশকে স্নেহের, মায়ার, কোমলত্বের পরশে বর দিয়েছিলেন। ফলে এ দেশটি অসাধারণ সৌন্দর্য আর শ্যামলিমায় রঙিন পরিবেশ নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। দেবীর আশীর্বাদপুষ্ট এ দেশটি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর মতো মায়ার বন্ধন তৈরি করে সবার মাঝে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশকে স্নেহ, মায়া ও প্রেম দ্বারা বিশালাক্ষী বর দিয়েছিলেন।

৩. বিশালাক্ষী বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিশালাক্ষী বলতে এমন নারীকে বোঝায়, যিনি আয়তলোচনায়ুক্ত পরমা সুন্দরী।

স্বর্গীয় দেবী বা আয়তলোচনা— যিনি পৃথিবীর সৌন্দর্যের আধার। তার কোমল পরশ, মায়াবী স্নিগ্ধ রূপ আর টানা টানা চোখের চাহনি সবকিছুই মানুষকে বিমোহিত করে। বাংলাদেশও তার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অপরূপ সৌন্দর্যের দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে পৃথিবীতে। মায়াময়ী, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী নারীই বিশালাক্ষী।

৪. কীভাবে মধুকুপী ঘাসে সবুজ ডাঙা ভরে আছে?

উত্তর : শ্যামলময়ী বাংলাদেশের মধুকুপী ঘাসে অত্যন্ত স্নিগ্ধের সাথে সবসময় সবুজ ডাঙা ভরে থাকে।

শ্যামলী বাংলাদেশের রূপ অনন্যসাধারণ। সবুজ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এ দেশকে দিয়েছে অভিনব প্রাণ, অজানা সৌন্দর্যের শিহরণ। সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা পরিবেশকে আরও চমৎকার রূপ দান করে মধুকুপী ঘাসে

সবুজ ডাঙা পরিপূর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে। মূলত এভাবেই মধুকুপী ঘাসে সবুজ ডাঙা ভরে থাকে।

৫. কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল ইত্যাদি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল ইত্যাদি বৃক্ষকে উল্লেখ করে কবি বৃক্ষশোভিত বাংলাদেশকে বুঝিয়েছেন। রূপময়ী বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য গাছ, যেমন— কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল ইত্যাদির সমাহার। এসব বৃক্ষ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশকে অনেকটা শঙ্কামুক্ত করেছে। কবি এখানেই বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তায় বৃক্ষশোভিত বাংলাদেশের বর্ণনা দিয়েছেন।

৬. নাটার রঙের মতো অরুণ জাগে কেন?

উত্তর : মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের দীপ্তি প্রকাশের জন্য নাটার রঙের মতো অরুণ জাগে।

হয় ঋতুর এই বাংলাদেশ বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র রূপ ধারণ করে। বর্ষাকালে আকাশে মেঘের পর্দা ভেসে বেড়ায়। ভোরের আকাশে সূর্য উঠলে অনেক সময় মেঘ স্নিগ্ধ আলোকে বাধা দিতে থাকে। তখন সে সূর্যের আলো আরও সুন্দররূপে আবির্ভূত হয়, যাকে কবি নাটার রঙের সাথে তুলনা করেছেন।

৭. গঙ্গাসাগরের বুকে বারুণী থাকার কারণ কী?

উত্তর : বরুণের স্ত্রী বারুণী জলদেবী বলে গঙ্গাসাগরের বুকে অবস্থান করেন।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও মহিমা দান করে নদীর নান্দনিক নয়নাভিরাম দৃশ্য। গঙ্গাসাগরের বুকে আশীর্বাদরূপী হয়ে অবস্থান করেন বারুণী। তিনি জলদানে জলাঞ্জীগুলোকে প্রাণবন্ত বা উদ্দীপ্তময় করে রাখেন। বারুণী জলদাত্রী হয়ে গঙ্গাসাগরের বুকে অবস্থান করেন।

৮. কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলাঞ্জীয়ে বরুণের অবিরল জল দেয়ার কারণ কী?

উত্তর : জলের দেবতা বরুণ করুণাময় হয়ে কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলাঞ্জীয়ে জল দিয়েছেন।

নদীবহুল দেশ বাংলাদেশ। এদেশে কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলাঞ্জী প্রভৃতি নদী রয়েছে। নদীর সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হয় মূলত জলরাশির পূর্ণতা দ্বারা। নদীকে প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত রাখতে জলদেবতা বরুণের আশীর্বাদ অনস্বীকার্য। নদীসমূহকে সৌন্দর্যচেতনাতে উদ্দীপ্ত রাখতে বরুণ জল দান করে থাকেন।

৯. শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল কীভাবে?

উত্তর : বাংলাদেশের আকাশে অসংখ্য শঙ্খচিলের আপন মনে গান গেয়ে উড়ে বেড়ানোর দিকটি কবি তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতির চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যে বাংলার নীল আকাশ উদ্ভাসিত হয় সে সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিতে। শঙ্খচিল

এখানে উড়ে বেড়ায়। তবে সবচেয়ে বেশি শঙ্খচিলকে নদীর ওপরের আকাশে উড়ে বেড়াতে দেখা যায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে ঠিক পানের বনের মতোই। কবি এভাবেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

#### ১০. ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ লক্ষ্মীপৈঁচা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

**উত্তর :** সৌন্দর্যে ঘেরা বাংলাদেশের অন্যতম ফসল ধানের অপ্রকাশিত গন্ধকে লক্ষ্মীপৈঁচার সাথে তুলনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্ত করে থাকে সোনালুপী ফসল। এ ফসল থেকে সতেজ, কোমল, প্রাণচঞ্চল এবং অবিকশিত গন্ধ বের হয়। এ গন্ধকে কবির মনে হয় যেন লক্ষ্মীপৈঁচারই গন্ধ। লক্ষ্মীপৈঁচার অনিন্দ্য সৌন্দর্যকে উদ্ভাসিত করতেই কবি এই প্রসঙ্গ এনেছেন বলে মনে হয়।

#### ১১. লেবুর শাখা ঘাসের ওপর কেন নুয়ে থাকে?

**উত্তর :** লেবুর শাখার ঘাসের ওপর নুয়ে থাকার কারণ নিসর্গের মায়াময় শোভাকে আরও রূপ দান করা।

প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্যই বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন গাছ ও লতাপাতার মাধ্যমে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন লেবুর শাখা হেলে পড়ে সবুজ ঘাসে, তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়। ঐ বিষয়টিকে উপস্থাপন করতেই কবি লেবুর শাখাকে ঘাসের ওপর নুয়ে পড়ার দিকটি বর্ণনা করেছেন।

#### ১২. সুদর্শন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

**উত্তর :** সুদর্শন বলতে এক ধরনের গুবরে পোকাকে বোঝানো হয়েছে। সুদর্শন পোকাও বাংলার রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। সুদর্শনের বাস গোবরের চিবিতে। এটি প্রকৃতির মায়া ও বেঁচে থাকার জন্য সারাটি দিন বাইরে থাকে। আবার এটি সন্ধ্যার অন্ধকারের সিক্ত

বাতাসে তার প্রিয় ঘরটিতেই ফিরে যায়, ঠিক যেন বাংলা মায়ের চঞ্চল চপল ছোট ছেলেমেয়েদের মতো।

#### ১৩. অন্ধকারের সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন কেন উড়ে যায়?

**উত্তর :** অন্ধকারের সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন নীড়াশ্রয়ে উড়ে যায়। নীড় প্রতিটি প্রাণির জন্য নিরাপদ স্থান। সাধারণত সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীরকে শান্তি দিতে স্নিগ্ধ আবহ তৈরি করে থাকে এটি। সুদর্শন একটি গুবরে পোকা যেটি সারাদিন প্রকৃতির আলো-বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারের আভাসই তাকে মৃদু বাতাসে প্রকৃতির স্বাদ নিতে নীড়ে ফিরে আসতে উৎসাহিত করে।

#### ১৪. ‘জলাঙ্গী’ বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর :** জলাঙ্গী বলতে জলধারণ করার পাত্র বা অবয়ব অথবা যেখানে জলরাশির অবস্থান তাকেই বোঝায়।

নদীর বিচিত্র সৌন্দর্য বাংলাদেশকে যেমন প্রাণবন্ত করে থাকে, তেমনি এ দেশের মানুষের মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। জলাঙ্গী হলো মূলত জলের আধার—বাংলাদেশের অসংখ্য নদীই তার প্রমাণ বহন করে থাকে। ছোট-বড় অনেক নদীতেই পানির পরিপূর্ণতা বা টাইটম্যুর ভাব লক্ষ করা যায়। মূলত জলাঙ্গী দ্বারা জলরাশির অবস্থানকেই বোঝায়।

#### ১৫. গঙ্গা সাগরের পরিচয় তুলে ধর।

**উত্তর :** ভারতের যে-নদীটি গঙ্গা নামে পরিচিত—সেটিই আমাদের এখানে পদ্মা নদী নামে পরিচিত।

গঙ্গা সাগর পৃথিবীর অন্যতম নদী, যেটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোমুগ্ধকর। এটিই বাংলাদেশে পদ্মা নদী নামে পরিচিতি। এ সাগরের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিদ্যমান, যা মানুষকে বিভিন্নভাবে সচেতন করে থাকে এবং নতুনত্ব সৃষ্টিতে সৃজনশীলতা দেখায়। এই গঙ্গা সাগরই আমাদের অহংকার, যা বাংলায় পদ্মা নামে পরিচিত।

## ► পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

### ১ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

#### প্রশ্ন-১ : নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমার এ দেশ

যেখানে উর্বর মাটিতে অঙ্কুর মাথা তোলে

ভাঙা দেয়ালের ফাটলেও বুনো লতায় ধরে ফুল

শালিক ময়নার ঝাঁক উড়ে আসে ধান খেতে

বনবনান্তে পাখিরা গান গায়,

শাখায় শাখায় উড়ে উড়ে চলে।

ক. লক্ষ্মীপৈঁচা কীসের গন্ধের মতো অস্ফুট?

খ. ‘সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর।’ ‘সেখানে’ বলতে কোন স্থানকে বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শেষোক্ত তিনটি চরণের সাথে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার দৃষ্টিভঙ্গি একই চৈতন্যজাত।”—মন্তব্যটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. লক্ষ্মীপৈঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট।

খ. “সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর।”—চরণটিতে সেখানে বলতে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। অপরিপূর্ণ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই দেশ। এই দেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ নামক কবিতা লিখেছেন। কবিতাটিতে তিনি বাংলার রূপবৈচিত্র্যের চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপরে।

### ৩ টিপস্

গ. প্রথমে উদ্দীপকটি বিশেষ করে এর শেষের তিন চরণ ভালোভাবে পড়। এরপর ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটি পড়ে এর সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য খুঁজে বের কর। এরপর এই সাদৃশ্যগুলো নিজের ভাষায় সহজভাবে প্রশ্নের উত্তরে উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাটি প্রথমেই গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে এর চেতনা নির্ণয় কর। এরপর কবিতাটি গভীরভাবে পড়ে তারও চেতনার বিষয়টি খুঁজে বের কর। দেখবে উভয় চেতনা মিলে যাবে। এবার মূল্যায়ন অংশে যৌক্তিকভাবে তোমার উত্তরের যুক্তিগুলো তুলে ধরে উত্তর সাজিয়ে লেখ।

### প্রশ্ন -২ : উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামবাংলার অপরিপূর্ণ প্রকৃতিতে রাসেল বড় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সে বৃত্তি পেয়ে জার্মানি চলে যায়। সেখানকার রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, মানুষের আইন মানার প্রবণতা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। জার্মানে সুখ-সমৃদ্ধি, ঔজ্জ্বল্য, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের মধ্যে থেকেও তার বার বার মনে পড়ে স্বদেশের পল্লিপ্রকৃতির কথা। তার গ্রামের নদী, পাখি, সবুজ গাছ, ধান খেত প্রভৃতির স্মৃতি তাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে রাখে। তার ইচ্ছা পড়ালেখা শেষে অতিদূর দেশে ফিরে আসা।

ক. লেবুর শাখা কোথায় নুয়ে থাকে?

খ. কবি কেন বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবাসেন?

গ. উদ্দীপকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি চিহ্নিত কর।

ঘ. উদ্দীপকের রাসেলের স্বদেশ চেতনা এবং কবির স্বদেশ চেতনা মূলত এক ও অভিন্ন।—মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. লেবুর শাখা অন্ধকারে ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে।

খ. কবি এই বাংলায় বেড়ে উঠেছেন এবং এর রূপ দুচোখ ভরে দেখেছেন বলেই এর প্রকৃতিকে ভালোবাসেন।

কবির জন্মভূমি এই বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রূপসৌন্দর্যে কবিমন মুগ্ধ-পুলকিত। এই বাংলার আলো-বাতাসেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাই স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই তিনি বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবাসেন।

### ৩ টিপস্

গ. প্রথমে উদ্দীপকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে এর বিশেষ দিকটি চিহ্নিত কর। এবার ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটি পড়ে সেই বিশেষ দিকটি কবিতায় খুঁজে বের কর। এরপর কবিতায় সেই বিশেষ দিকটি কীভাবে ফুটে উঠেছে তা সরল ভাষায় নিজের মতো করে উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকটি প্রথমে গভীর মনোযোগ সহকারে পড় এবং স্বদেশ চেতনার স্বরূপ চিহ্নিত কর। এবার কবিতাটিও গভীরভাবে পড়ে দেখ এখানেও কবির একই চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে। এবার মূল্যায়ন অংশে যৌক্তিকভাবে তোমার উত্তরের বর্ণনা সাজিয়ে লিখে উত্তরটি শেষ কর।

### প্রশ্ন -৩ : উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাইরের রাষ্ট্রের প্রতি নোমানের খুব আগ্রহ। তার নিত্যদিনের ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসই বিদেশি। তার মুখের ভাষাও ইংরেজি। সে লন্ডন যেতে চায়। তার ইচ্ছা প্রতিদিন বিকেলে টেমস নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যাস্ত দেখা। তাই স্বদেশের পাখি, নদী, সবুজ প্রান্তর তাকে আকর্ষণ করে না।

ক. অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে কী উড়ে যায়?

খ. “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সবচেয়ে সুন্দর করুণ”—বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের নোমানের বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কিত মনোভাবের সাথে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার মূল আবেদনের বিপরীত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়।

খ. আলোচ্য চরণে কবি বুঝিয়েছেন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর যে স্থানটি রয়েছে তা তাঁরই জন্মভূমি বাংলাদেশ। কবির মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এরই আলো-হাওয়ায় তিনি বড় হয়েছেন। অপরূপ রূপের অধিকারিণী বাংলাদেশ তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান। এর রূপ-সৌন্দর্যে কবি এক কথায় মুগ্ধ। আলোচ্য চরণে কবি এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম স্থান বাংলাকে বুঝিয়েছেন।

#### ➤ টিপস্

- গ. প্রথমে উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে নোমানের প্রকৃতি সংক্রান্ত মনোভাবটি উপলব্ধি কর। এবার কবিতাটি ভালোভাবে পড়ে সেই উপলব্ধির সাথে কবিতায় আলোচিত কবির উপলব্ধি মিলাও। দেখবে তা মোটেও মিলছে না। এবার এই বৈসাদৃশ্যের দিকটি তোমার নিজের ভাষায় সহজ করে উপস্থাপন কর।
- ঘ. প্রথমে উদ্দীপকটি পড় এবং এর মূলভাব বা মূল আবেদনটি ধরার চেষ্টা কর। এরপর কবিতাটি পড়ে তার মূল আবেদনের সাথে বিষয়টি তুলনা কর। দেখবে উদ্দীপকের আবেদনের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র কবিতায় লক্ষণীয়। এবার তোমার উত্তরের যুক্তি মূল্যায়ন অংশে ধারাবাহিকভাবে লিখে প্রশ্নের উত্তর শেষ কর।